ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 October, 2020 ■ আগরতলা, ১৯ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ২ কার্ত্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জমে উঠেছে পুজার বাজার। জমজমাট বিকিকিনি। রবিবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

দেশে একদিনে নতুন আক্রান্ত ৬১ হাজারেরও বেশি

কেন্দ্রের নয়া নির্দেশিকা, করোনা আক্রান্তের মৃতদেহ তুলে দেওয়া হচ্ছে স্বজনদের হাতে

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.)।। কোভিড-১৯ নির্দেশিকা মেনে করোনায় আক্রান্ত মৃতের মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের জারি করা স্বাস্থ্যবিধি মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ-বিষয়ে জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা, দেবাশিস রায় বলেন, কোভিড-১৯ নির্দেশিকা মেনে করোনা আক্রান্তের মৃতদেহ সৎকারের জন্য পরিবারের সদস্যরা আবেদন জানালে তাতে সম্মতি দেওয়া হচ্ছে।

সম্প্রতি পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ডা. শৈলেশ কুমার যাদব করোনা আক্রান্তের মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেন। কারণ, বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নির্দেশিকার উদ্ধৃতি দিয়ে পরিজনের মৃতদেহ সৎকারের জন্য তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন। মূলত, করোনা আক্রান্তের মৃতদেহ প্রশাসনের তরফে সৎকার করা হচ্ছে। সংক্রমণের চিন্তায় প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে মৃতদেহ বটতলা মহাশ্মশানে সৎকার করার প্রক্রিয়া চলছে। তাতে ধর্মীয় রীতি মেনে শেষকৃত্য করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার করোনা আক্রান্তের মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। তবে, সমস্ত নির্দেশিকা মেনে এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী আবেদন হলেই করোনা আক্রান্তের মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার বিধান রয়েছে।

এ-বিষয়ে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারকে এ-বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য বলেন। এ-ক্ষেত্রে অবশ্যই মৃতদেহ সিল প্যাকেটে এবং তাতে রাসায়নিক প্রয়োগ নিশ্চিত করে নিকটাত্মীয়ের হাতে তুলে দিতে হবে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন করোনা আক্রান্তের মৃতদেহ নিকটাত্মীয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এ-বিষয়ে জিবি মেডিক্যাল সুপার ডা. দেবাশিস রায় বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা রয়েছে। সে-মোতাবেক করোনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে চরিত্র বদল করেনি করোনা, আশ্বাস স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি. স.)।। ভারতে করোনার ধারা এখনও অব্যাহত। দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা কমতি এলেও এখনও পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যায়নি করোনা। মনে করা হচ্ছে উৎসবের মরসুম এবং শীতকালে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনা তার চরিত্র বদল করে চলেছে।কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্বস্তির কথা শোনালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন।

রবিবাসরীয় সকালে তিনি জানিয়েছেন যে ভারতে করোনা তার চরিত্র বদল করেনি।রবিবার "সংবাদ শীর্ষক" আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডা: হর্ষবর্ধন জানিয়েছেন, ভারতে করোনা ভাইরাসের চরিত্র পরিবর্তনের কোন সন্ধান এখনও মেলেনি।খবরের কাগজ থেকে করোনা সংক্রমণ ছড়াতে পারে এমন ধরনের প্রচারকে ভিত্তিহীন বলে আখ্যা দিয়ে হর্ষবর্ধন জানিয়েছেন, খবরের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে খুন, পলাতক আসামী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৮ অক্টোবর।। গোপন খবরের ভিত্তিতে খুনের অভিযুক্ত এক আসামীকে গ্রেপ্তার করলো বাইখোড়া থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরনে জানা যায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়ার পশ্চিম চড়কবাই এলাকার মগ পাড়ার বাসিন্দা লাইচেঙ্গা মগ (৪০) ২০১৯ সালের ১৫ এপ্রিল রতনপুরের বাসিন্দা রঞ্জীত দেবনাথকে মগপাড়ায় নিমন্ত্রনের নামকরে ডেকে এনে খুন করেছে বলে অভিযোগ।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে রঞ্জীত দেনাথের পরিবারের পক্ষথেকে বাইখোড়া থানায় এক লিখিত মামলা দায়ের করেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কঠোর অবস্থান ত্রিপুরার, চাপের মুখে পিছু হটল মিজোরাম সরকার, মামিত জেলা প্রশাসনের ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.)।। ফুলডুঙশেই জম্পুই এলাকায় ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করল মিজোরাম সরকার। ত্রিপুরা সরকারের কড়া চিঠিতে চাপের মুখে মিজোরাম সরকার ওই সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

শুক্রবার ফুলডুঙশেই জম্পুই এলাকায় মিজোরামের মামিত জেলা প্রশাসনের ১৪৪ ধারা জারি করার জবাবে গতকাল কড়া ভাষায় মিজোরাম সরকারের কাছে চিঠি পাঠিয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ওই আদেশ প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছিল ত্রিপুরা সরকার।

প্রসঙ্গত, বিতর্কিত সীমান্তে মন্দির নির্মাণকে ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা প্রকাশ করে মিজোরামের মামিত জেলায় ফুলডুঙশেই জম্পুই এবং জামুয়ান্টল্যাং এলাকায় গতকাল ১৪৪ ধারা জারি করেছিল জেলা প্রশাসন। আগামী ১৯ এবং ২০ অক্টোবর ত্রিপুরার সংরাঙ্গমা নামের এক সংস্থা থাইদাওর তাঙে একটি শিব মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে। তাই ১৬ অক্টোবর থেকেই মামিত জেলা প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে দিয়েছিল।

মামিত জেলা প্রশাসনের ওই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। ত্রিপুরা সরকারের অতিরিক্ত সচিব একে ভট্টাচার্য শনিবার মিজোরাম সরকারের গৃহ দফতরের ওএসডি তথা উপসচিব ডেভিড এইচ লালথাংলিয়ানাকে মামিত জেলা প্রশাসনের জারি করা ১৪৪ ধারা অত্যন্ত আপত্তিজনক বলে দাবি করে চিঠি পাঠিয়েছেন।

চিঠিতে সাফ জানানো হয়েছিল, ফুলডুঙশেই জম্পুই উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার জম্পুই হিলস আরডি ব্লকের সাবুয়াল ভিলেজ কমিটির অধীনে রয়েছে। ত্রিপুরা সরকার বহুকাল আগে পর্যটন দফতরের অধীনে বেটলিংচিপে ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করেছিল সেখানে। ফলে ওই এলাকায় মামিত জেলা প্রশাসনের ১৪৪ ধারা জারি অত্যন্ত আপত্তিজনক। তাই আদেশ সংশোধন করে মামিত জেলা প্রশাসন ত্রিপুরার সীমানায় ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করুক, আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ওই পদক্ষেপ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল ত্রিপুরা সরকার।

রবিবার মামিত জেলা প্রশাসন ওই এলাকায় ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করেছে। কারণ হিসেবে সংরাঙ্গমা মন্দির নির্মাণে সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে বলে দাবি করেছেন মামিতের জেলাশাসক।

পূজার চাঁদার না দেওয়ায় গাড়িতে ভাংচুর, চালককে বেধরক মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। পুজোর চাঁদাকে কেন্দ্র করে গাড়ির চালককে মারধর, ছিনতাই করা হয় এটিএম কার্ড সহ গাড়ির পণ্য সামগ্রী। এই অভিযোগ বিশালগড় জাঙ্গালিয়া স্থিত বিশ্ব প্রিয়া ক্লাবের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে বাইখোরা থেকে গান্ধীগ্রামে রাবার শিট নিয়ে যাবার সময় বিশালগড় জাঙ্গালিয়া স্থিত বিশ্বপ্রিয়া ক্লাবের সামনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাড়া নিয়ে জট, নাগেরজলা মোটরস্ট্যান্ড থেকে যাত্রী পরিষেবা বন্ধ রাখল চালকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। বাসে যাত্রী ভাড়া নিয়ে বচসার জেরে বাস চালক ও খালাসী কে মারধর করার প্রতিবাদে রবিবার থেকে দক্ষিণ ত্রিপুরাগামী বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়। বাসমালিক এবং চালকরা অভিযোগ করেছেন ভাড়া নিয়ে বচসার জেরে চালক এবং সহ চালককে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। এ ধরনের কার্যকলাপ তারা কোনোভাবেই মেনে নেবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বাস মালিকরা স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে বাসে ৫০ শতাংশের অধিক যাত্রী পরিবহন করা যাচ্ছে না।৫০ যাত্রী নিয়ে বাস চালাতে হলে দ্বিগুণ ভাড়া দিতে হবে বলে তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।রাজ্য সরকারকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য বাস মালিকদের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে বাস চলাচল অনিদৃষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হবে বলে তারা স্পষ্টভাবে জানান।

রবিবার সকাল থেকে নাগের জলা বাস স্ট্যান্ড থেকে কোন ধরনের বাস দক্ষিণমুখী যাত্রা না করায় যাত্রীদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে নিখোঁজ যুবক থানার দ্বারস্থ হলেন মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ অক্টোবর।। বয়সে ১৮ বছর হলেও মানসিক দিক দিয়ে সেইরকম বেড়ে উঠতে পারেনি ইমান বর্মন, পিতা মৃত সুনীল বর্মন বাড়ি বিশালগড় থানাধীন রতন নগর এলাকায়।ঘটনার বিবরণে জানা যায় শনিবার দুপুর প্রায় তিনটায় নিজ বাড়ির গবাদি পশুকে বাড়ির নিচ থেকে আনতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি ইমান বর্মন।

ছেলেকে আসতে না দেখে মা এদিক ওদিক খুঁজা খুঁজি করলেও কোনদিকে খবর পাচ্ছে না এবং ততক্ষণে এলাকায় প্রায় খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। আত্মীয় পরিজনদের কাছে ও কোন খবর পাচ্ছে না, তাই সবকিছু দেখে অবশেষে আজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু, মৃতদেহ ময়নাতদন্ত না করেই সৎকার, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। মোহনপুরের সাত ডুবিয়া গ্রামে এক বৃদ্ধার অস্বাভাবিক মৃত্যুর পরময়না তদন্ত না করেই মৃতদেহের সৎকার করানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। মৃত মহিলার নাম পারুল সূত্রধর। পুত্রের নাম রাজ কুমার সূত্রধর।

সংবাদ সূত্রে জানা যায় পারুল সূত্রধর নামে ওই মহিলা বিষপানে আত্মহত্যা করেন। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও ময়না তদন্ত না করে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরও কেন ময়না তদন্ত না করে মৃতদেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব জ্ঞান নিয়ে এলাকার জনগণের মধ্যে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ময়না তদন্ত না করে মৃতদেহ সৎকার করার পর স্থানীয় জনগণ এ বিষয়ে সরব হয়েছেন। এর পেছনে কোন রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে বলেও অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

পেঁচারথল বাজারে অগ্নিকান্ডে পুড়ল ১৫টি দোকন সহ বসত ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। পেঁচারথল বাজারে গতকাল গভীর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে বাজারের একাংশ সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে শনিবার গভীর রাতে পেচারথল বাজারে হঠাৎ আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পান স্থানীয় লোকজন রা। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় লোকজন ওরা বেরিয়ে এসে আগুন আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে।

খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। দমকল বাহিনীর একাধিক ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেয়। দীর্ঘক্ষণ প্রচেষ্টা চালানোর পর আগুন আয়ত্তে আনা হয়। অবশ্য এরই মধ্যে পেচারতল বাজারের ১৫ টি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভষ্মিভূত হয়ে যায়।এছাড়া বাজার সংলগ্ন একটি বসতবাড়ি ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রাথমিকভাবে কয়েক লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে। দমকল বাহিনী এবং পুলিশ সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ শুরু করেছেন।ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে প্রশাসন। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে। অবশ্য পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

ন্যায় বিচারের দাবিতে আমরণ অনশনে বসল অসহায় পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ অক্টোবর।। ন্যায় বিচারের দাবিতে আমরণ অনশনে বসলেন এক অসহায় পরিবার। ঘটনা চড়িলাম বাজার স্ট্যান্ড এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে। জাতীয় সড়কের পাশে তাবু টাঙ্গিয়ে মেয়ে এবং নাতি সহ আমরণ অনশনে বসলেন এক নির্যাতিত পরিবার। বিশালগড় থানা মুর্দাবাদ এবং ন্যায় বিচারের দাবিতে আমরণ অনশনের জন্য পথে বসা হলো এই দাবি নিয়ে রাজপথে বসলেন পরিবারটি।

চড়িলাম এর আড়ালিয়া গ্রামের ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা শিল্পী দেবনাথ জানান গত বুধবার অর্থাৎ ১৪ ই অক্টোবর রাত্রি ১০ ঘটিকায় পার্শবর্তী বাড়ির শিবু দেবনাথ বলপূর্বক শিল্পীর ঘরে ঢুকে। শিল্পীকে মারধর করে এবং শিল্পীর ব্লাউজ ছিড়ে ফেলে বলে শিল্পী অভিযোগ করেন। যখন শিবু শিল্পীর ঘরে প্রবেশ করে তখন শিল্পীর বৃদ্ধ অসুস্থ মা বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং শিল্পীর ছোট ছেলে স্বপন ঘুমিয়ে ছিলেন এবং শিল্পীর পিতা ঘরে ছিলেন না। এমন সময় শিবু ঘরে ঢুকে শিল্পীকে ধমকাতে থাকেন যে শিল্পী যাতে তার স্বামীর বাড়িতে তার স্বামী ব্রজ পুর কদমতলী রাজমিস্ত্রি সুজন দেবনাথ এর বাড়ি চলে যায়।

না হলে শিল্পী কে মারপিট করে জোর করে স্বামীর বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। অসহায় শিল্পীর কাগজপত্রগুলো ও শিবু কে দিতে বলেন। শিল্পী বলেন আমি বাবার বাড়িতে থাকি তাতে তোর কি। আমার স্বামী ভালো নয় রোজ আমাকে মদ খেয়ে মারধর করে। তাই বিগত ১০ বছর ধরে আমি আমার বাবার বাড়িতে থাকি। আমি যাব না সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার। শিল্পী আরো অভিযোগ করেন শিবু দেবনাথ নাকি তার স্বামী সুজন দেবনাথ এর সঙ্গে বন্ধুত্ব রয়েছে একসঙ্গে কাজ করেন এবং মদ খান। বুধবার রাত্রিবেলায় ঘটনার পর বৃহস্পতিবার সকাল বেলায় শিল্পি দেবনাথ তার পিতা নেপাল দেবনাথ এর সঙ্গে বিশালগড় থানায় গিয়ে শিবু দেবনাথ এর বিরুদ্ধে ১৫ ই অক্টোবর মামলা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল মামলা করার চার থেকে পাঁচ দিন পরেও বিশালগড় থানার পুলিশ একবারের জন্য ও শিল্পী দেবনাথ এর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে যান দূর্ঘটনায় আহত তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৮ অক্টোবর।। ফের যান দুর্ঘটনায় আহত তিনজন ব্যক্তি। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত মনপাথর এলাকার বাসিন্দা জৈন ভিক্টর রিয়াং (৫৯) নিজ গাড়ীকরে উদয়পুর থেকে বাড়ীর উদ্দ্যেশ্যে আসছিলো। এরমধ্যে বীরচন্দ্র নগর বাজার সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটি নিয়ন্ত্রন হারিয়ে জাতীয় সড়কের পাশে একটি ছড়ার মধ্যে গিয়েপরে।

এতে করে গাড়ী চালক জৈন ভিক্টর রিয়াং ও গাড়ীতে থাকা অপর দুইজন আহত হয়। আহতের মধ্যে গাড়ী চালক ও অপর একজনের অবস্থা গুরতর হোওয়াতে দুইজনকে গোমতী জেলাহাসপাতালে স্থানন্তিরত করাহয়। অপর একজনের চিকিৎসা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৮ ▫ ১৯ অক্টোবর ২০২০ ইং ▫ ২ কার্তিক ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

প্রলয়

সৃষ্টি, প্রলয় এবং লয় এই তিনটি ধারণাকে নিয়া গোটা বিশ্ব বহু বিভক্ত। বিষয়টি নিয়ে নানা তথ্য উপস্থাপিত হইয়াছে। বিষয়টি সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে তথ্য জানায় যে কোনো মানুষেরই কৌতুহল থাকা স্বাভাবিক। আর এই কৌতুহলকে নিয়াা গোটা বিশ্বে নানা মতবাদ সৃষ্টি হইয়াছে।বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে নির্ভুল ধারণায় উপনীত হইতে মানুষের সময় লাগিয়াছে। পুরাতন যে ধারণাটি প্রচলিত ছিল, তাহার নাম স্থিতাবস্থা তত্ত্ব। উক্ত তত্ত্বে ব্রহ্মাণ্ডের কোনও জন্ম নাই, লয় নাই, ক্ষয় নাই। তাহা অজর অমর। কোনও কিছু আপনি বিরাজমান, তাহার জন্ম কোনও মুহূর্তে হয় নাইএবংবিধ চিন্তা মনুষ্যগণের সাধ্যের অতীত, তাহারা সব কিছুকেই জন্মিতে এবং মরিতে দেখে। তাই এই প্রকাণ্ড বিশ্বও যে কোনও মুহূর্তে জন্মলাভ করে নাই, অনন্তকাল ধরিয়া বিরাজমান, তাহা মানিয়া লইতে বিশেষজ্ঞগণের কষ্ট হইত। তথাপি বহু কাল ওই তত্ত্ব প্রচলিত মতবাদ বলিয়া গণ্য হইত। এমনকি আইনস্টাইন পর্যন্ত উক্ত মতবাদে আস্থাশীল ছিলেন। ওই তত্ত্বে অবিচল আস্থার ফলে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভুলও তিনি করিয়াছিলেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল থিয়োরি অব রিলেটিভিটি আবিষ্কারের সময় তিনি দেখিলেন যে, ব্রহ্মাণ্ড অস্থির হয় সঙ্কুচিত অথবা প্রসারিত হইতেছে তখন তিনি আপন তত্ত্বের ওই রূপ তাৎপর্য অস্বীকার করিবার নিমিত্ত আবিষ্কৃত তত্ত্বকে শোধরাইবার জন্য উহার মধ্যে আর একটি জিনিস আমদানি করেন। ব্রহ্মাণ্ড যে স্থির নহে, তাহা আবিষ্কৃত হইলে আইনস্টাইন উক্ত আমদানিকে তাঁহার জীবনের 'গ্রেটেস্ট ব্লান্ডার' বলিয়া অভিহিত করেন। স্টেডি স্টেট থিয়োরিতে অগাধ আস্থা স্থাপন না করিলে যে আইনস্টাইন ওই ভুল করিতেন না, তাহা বলা বাহুল্য।

১৯৬০-এর দশকে স্টেডি স্টেট থিয়োরি পরিত্যক্ত হয়। পরিবর্তে গৃহীত হয় বিগ ব্যাং থিয়োরি। উক্ত থিয়োরির নামটি কিন্তু স্টেডি স্টেট থিয়োরি-র অন্যতম প্রবক্তা প্রয়াত ব্রিটিশ পদার্থবিদ স্যর ফ্রেড হয়েল কর্তৃক প্রদত্ত। বিগ ব্যাং থিয়োরি অনুযায়ী, ব্রহ্মাণ্ড অজর অমর নহে, তাহা অস্থির বা পরিবর্তনশীল। ১৩৭০ কোটি বৎসর পূর্বে কোনও এক মাহেন্দ্রক্ষণে এক মহাবিস্ফোরণে ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হইয়াছিল। হয়েল সাহেব বিবিসি-র রেডিয়ো-র এক বক্তৃতায় নূতন তত্ত্বটিকে ব্যঙ্গ করিবার নিমিত্ত উক্ত বিস্ফোরণকে বিগ ব্যাং বলিয়া অভিহিত করেন। নামকরণের কী মহিমা! নিন্দার্থে প্রযুক্ত নামেই নূতন তত্ত্বটি চালু হইয়া যায়। কী কারণে স্টেডি স্টেটের পরিবর্তে বিগ ব্যাং থিয়োরি প্রচলিত হইল? মুখ্য কারণ ইহাই যে, ব্রহ্মাণ্ড জন্মিবার কালে যে মহাবিস্ফোরণ ঘটিয়াছিল, তাহার রেশ ১৯৬০-এর দশকে বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করেছিলেন। রেশ বলিতে বুঝায় তাপ। জন্মিবার পরে ব্রহ্মাণ্ড বেলুনের ন্যায় ক্রমাগত স্ফীত হইতেছে। ফলে জন্মমুহূর্তের অগ্নি আজ অনেকটা স্তিমিত। তবু, শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের অনেক নীচে হইলেও, কিঞ্চিৎ উষ্ণতা বিশ্বচরাচরে এখনও বিদ্যমান, যাহাকে কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড (সিএমবি) বলে। সিএমবি আবিষ্কার স্টেডি স্টেট থিয়োরি-র কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতিয়া দেয়। আমেরিকার বেল ল্যাবে দুই বিজ্ঞানী আরনো অ্যালান পেনজিয়াস এবং রবার্ট উড্রো উইলসন ১৯৭৮ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন সিএমবি শনাক্ত করিয়া।

সিএমবি আবিষ্কারের পর জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা যেন নবজন্ম লাভ করে। এই কথা সত্য বটে যে, মহাবিস্ফোরণের ওই রেশ অনেক কিছুর সন্ধান দেয়। সিএমবি বিশ্বচরাচরে সর্বত্র সমান নহে। ফলে আকাশের নানা দিকে সংবেদনশীল যন্ত্রে তাহা পরিমাপ করিলে তাহাতে কিঞ্চিৎ তারতম্য ধরা পড়ে। শুধু ব্রহ্মাণ্ডের গঠন নহে, সিএমবি-র ওই তারতম্য তাহার বিবর্তনেরও হদিশ দেয়। ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তনের এক বড় ব্যাপার হইল জন্মিবার পর তাহার স্ফীত হইবার হার। আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাব্‌ল-এর নামানুসারে ওই স্ফীতির হারকে হাব্‌ল কনস্ট্যান্ট কহে। ব্রহ্মাণ্ডে গ্যালাক্সিগুলি একে অন্যের ক্রমশ দূরবর্তী হইতেছে, এবং ওই ক্রমবর্ধমান দূরত্বই ব্রহ্মাণ্ডকে ক্রমশ আকারে বৃহৎ করিতেছে। কী হারে ব্রহ্মাণ্ড বড় আকার ধারণ করিতেছে, তাহা জানা যায় সিএমবি-র তারতম্য শনাক্ত করিলে। ২০১৩ হইতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত চিলির আটাকামা মরুভূমিতে অবস্থিত দূরবীক্ষণে জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ সিএমবি-র ওই তারতম্য অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহাদের তদন্তের ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। আর গোল বাধিয়াছে ওই ফলাফল লইয়া। দেখা যাইতেছে, সিএমবি তদন্ত অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ হার যাহা হওয়া উচিত, বাস্তবে তাহা প্রসারিত হইতেছে অনেক গুণ বেশি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নানা কৌতূহল নিইয়া অগ্রসর হইবে। একথা অনস্বীকার্য যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়া গবেষণা ও কৌতূহল ই বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম হাতিয়ার।

বিজেপির প্রধান অফিস এখন রাজভবন, মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যপালের চিঠি প্রসঙ্গে পাল্টা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি স) : পটাশপুরের বিজেপি কর্মীর মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। এরই মাঝে রবিবার "মদন ঘোড়ুইয়ের মৃত্যু ভয়াবহ" উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দেয় রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। আর এরপরেই "ভারতীয় জনতা পার্টির প্রধান অফিস এখন রাজভবন" রাজ্যপালের চিঠি প্রসঙ্গে পাল্টা তৃণমূল মহিলা শাখার নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর।এই প্রসঙ্গে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, "ভারতীয় জনতা পার্টির প্রধান অফিস এখন রাজভবন। আমি যতদূর জানি রাজ্যপাল একজন আইনজ্ঞ। একটা বিষয়ে তদন্তের আগে উনি এই ধরনের কথা কীভাবে বলে আমি জানি না"। উল্লেখ্য, রাজ্যপাল এদিন চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, " মদন ঘোড়ুইয়ের মৃত্যু ভয়াবহ। ফের হেফাজতে মৃত্যু। অমানবিক অত্যাচারের উদাহরণ। রাজ্য সংবিধান মেনে চলুক"।

বিজেপির পুজো নিয়ে কটাক্ষ পুরমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি. স.): চলতি বছরের প্রথম পুজো করতে চলেছে বিজেপি মহিলা মোর্চা এবং কালচারাল সেল। রবিবারে সল্টলেকে সেই পুজোর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আসেন দলের পর্যবেক্ষক" কৈলাস বিজয়বর্গীয় এবং মুকুল রায়। তবে বিজেপির এই পূজনীয় কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

এদিন দুর্গাপুজোর পূর্বপ্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এসে মুকুল রায় জানান, 'প্রধানমন্ত্রী শারদ উৎসবে তার অভ্যর্থনা জানাবেন। পূজাটা কে যেভাবে খুশি ব্যাখ্যা করা হোক। এই পুজোতে যেমন বিজেপি সক্রিয় কর্মীরা আছে তেমনি বিজেপি সমর্থকরা আছেন। মূল উদ্দেশ্য পূজাটা কে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা।'

এর পাল্টা কটাক্ষ করে রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, 'বিশেষ রাজনৈতিক দলের পুজো এটা ভারতবর্ষে এর আগে কখনো হয়নি। ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবে একটা পুজো করবো এটা কখনো হয় না। তাহলে দরকার হলে সব পূজা করতে হবে'।

প্রসঙ্গত রাজ্য দুর্গাপুজোর অনুমতি দেওয়া নিয়ে তুঙ্গে উঠেছিল শাসক বিরোধীদলের তরজা। মুখ্যমন্ত্রীর পুজোর অনুমতি নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। পুজোর অনুমতি কেন দেওয়া হয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল বিজেপি। মামলা গড়িয়েছিল হাইকোর্ট পর্যন্ত। তবে শেষ পর্যন্ত অনুদানের খরচের হিসাব রাজ্য সরকারকে দিতে হবে এই বলেই রায় ঘোষণা করেছে আদালত। যদিও পুজোর বন্ধের ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি আদালতে তরফ।

সমন্বয় ও পেশাদারিত্বের অভাব স্বাস্থ্যসুরক্ষায় প্রধান অন্তরায়

বরুণ দাস

বিশ্ব রোগী সুরক্ষা দিবস। না এর আগে কখনও এই দিবসটি উদযাপনের প্রথা ছিল না। সেদিক থেকে গত বছর ১৭ সেপ্টেম্বর প্রথম কলকাতা মহানগরে পালিত হল এই বিশেষ দিবসটি। আসলে সারা বছর জুড়েই হরেক রকমের দিবস উদযাপনের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এ নিয়ে আআগ্রহ ক্রমশ কমে আসছে। কেউ আর সেভাবে দিবস পালনের কথা মাথায় আননে না কিংবা মাথা ঘামানোরও তেমন প্রেরণা পান না। আমাদের দেশ, এমন কি এই রাজ্যেও দিবস পালনের ঘনঘটায় অনেকেই রীতিমত বিরক্ত।

একথা ঠিক যে সারা বছর ঘটা করে নানাবিধ দিবস পালনের আমাদের আগ্রহ অনেকের মধ্যে যেমন তীব্র, ঠিক তেমনি ওই বিশেষ দিবসটি পালনের পরপরই আমরা তা বেলামুম ভুলেও যাই। কোন পরিপ্রেক্ষিতে দিবসটি উদযাপিত হল তা আর আমাদের কারও মনে কিংবা মাথায়ই থাকে না । না উৎসাহী উদ্যোক্তাদের না আগ্রহী অংশগ্রহণকারীদের। ফলে বিশেষ দিবস উদযাপনের আসল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। উদ্যোগ আয়োজন কোনও কাজেই আসে না। এই দৃষ্টিকটু পরস্পরা থেকে আমাদের বোধহয় মুক্তি নেই।

এবার বরং নিবন্দের মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। কেন এই বিশ্ব রোগী সুরক্ষা দিবস উদযাপন? যিদও নিবেন্ধর শিরোনামের মধ্যেই সচেতন পাঠক হয়ত হা বিষয়ের আঁচ পেয়ে থাকবেন। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমাদের রাজ্যে অপ্রতুল সরকারি চিকিৎসা পরিষেবার ফলে নাগরিক স্বাস্থ্য অনেকটাই বিপন্ন। তাই জনস্বাস্থ্য বিপত্তি অনেকেরই উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে যারা জনস্বাস্থ্য ও জন চিকিৎসা আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, তাঁরা বিষয়টি নিয়ে সিংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে চলেছেন।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাজ্যবাসীদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা কোনওরকমে সুনিশ্চিত করা যায়নি। প্রথমত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের অভাব আর দ্বিতীয়ত, যারা এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত তাদের চূড়ান্ত গাফিলতি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনীতির আগ্রাসী থাবা। সর্বত্র রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের নোংরা প্রয়াস সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশকে করে তুলেছে বিভীষিকাময়। স্বাস্থ্যভবন ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীকের দায়িত্ব যাদের কাঁধে, তারা নিজেদের পালনীয় কর্তব্য সম্বন্ধে শুধু অসচেতনই নন, অপারগও বটে।

আর এর ফলে চড়া মাশুল গুনতে হচ্ছে রাজ্যের আপামর মানুষকে। বিশেষ করে সমাজে আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর ও অসহায় রোগী ও তাদের পিরবার পরিজনদের। সারা দেশ সহ এই রাজ্যের অধিবাসীদেরও স্বাস্থ্য সুরক্ষা শুধু বিঘ্নিতই নয়, বিপন্নও বটে। এই প্রেক্ষাপটেই স্বাস্থ্য বিপত্তি কীভাবে এড়ানো যায়, তা নিয়ে সদর্থখ চিন্তাভাবনা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যই এই বিশেষ দিবস পালনের আয়োজন। যদি প্রতি বছর এই বিশেষ দিবসটি পালনের মধ্যে দিয়ে আমাদের রোগীসুরক্ষা সম্পর্কে চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ, শুধু আমাদের দেশ কিংবা এই রাজ্যেই নয়, তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই এই সমস্যা কমবেশি লক্ষ্য কার গেছে। সিক্ষা ও চিকিৎসাক্ষেত্রে বরাবরই অবহেলার শিকার।শাসকশ্রেণির কাছে অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলো অকারণে গুরুত্ব পেলেও নাগরিকদেরশিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রয়োজনীয় দিকটিই তেমন গুরুত্ব পায় না। উপযুক্ত সচেতনতার অভাবে অবহেলিত নাগরিকরাও সংঘবদ্ধভাবে এ নিয়ে তেমন সদর্থক প্রতিবাদ আন্দোলনের শামিল হন না। তাই বিশ্ব রোগী সুরক্ষা দিবসের আয়োজন।

বলা বাহুল্য প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যচেতনা না থাকলে কোনও দেশের নাগরিকেরাই নিজেদের পরিবার তো বটেই, সমাজ ও দেশ গড়ার কাজেও নিজেদের শামিল করতে পারেন না। আসলে অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্য (ভগ্ন) নিয়ে পারিবারিক কিংবা সামাজিক কোনওণকমে কাজেই প্রয়োজনীয় সাফল্য আসতে পারে না। বিশ্বের উন্নত দেশগুলির কথা স্বতন্ত্র। তারা অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষা স্বাস্থ্যেরে দিক থেকেও সজাগ ও সচেতন। পরন্তু তাদের সম্পদ তথা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সীমিত জনসংখ্যাও এর নেপথ্যে অনেকটা কাজ করেছে। অন্যদিকে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নসীল এবং অনুন্নত দেশগুলি জন বিস্ফোরণে টালমাটাল। সম্পদেরদিক থেকেও অনেকটাই পিছিয়ে। পরন্তু বিদেশি ঋণের ভারে ।ফলে শিক্ষা স্বাস্থ্যের দিকে প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দ করতে অপারগ। একইসঙ্গে এসব দেশের কান্ডারিরা অসচেতন। তারা সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি, ক্ষমতা দখল, স্বজন পোষম ইত্যাদি নিয়ে যতটা সরব, নাগরিকদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা স্বাস্থ্য নিয়ে ঠিক ততটাই নীরব। নাগরিকেরাও নিজেদের প্রয়োজনীয় দিকটি অনুধাবন করতে অনেকটাই অক্ষম।

এবাররোগীদের স্বাস্থ্য বিপত্তির প্রসঙ্গে আসা যাক। কীভাবে তাদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা বিঘ্নিত হয়? বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে তথা রাজ্যে কোনও রোগী কীভাবে এর শিকার হন? এক দুর্বোধ্য ডিসচার্জ সার্টিফিকেট। দুই অস্বচ্ছ চিকিৎসা নথি। তিন, ওষুধ ও চিকিৎশা সরঞ্জামের মান। চার ডায়গনস্টিক রিপোর্ট। পাঁচ, হাসপাতালের স্বাস্থ্যবিধি। ছয় চিকিৎসকের হাতের লেখা ও বক্তব্যে অস্পষ্টতা। সাত একাধিক বিভাগেরসমন্বয়হীনতা। আর শেষ ও আট, ওযুধের প্রভাব পর্যবেক্ষণে টিলেমি। নয়, অস্ত্রোচতার পরবর্তী পরিচর্যা অপর্যাপ্ত।

এতো গেল সংক্ষিপ্ত আকারে রোগীর স্বাস্থ্য বিপত্তির বা স্বাস্থ্য সমস্যার দুঢ়কথা। এবার এ নিয়ে বিশদ আলোচনায় আসা যাক যাতে পাঠকের বিষয়টি সম্যক অনুধাবন করতে পারেন। এবং প্রয়োজনে এ বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক হতে পারেন। নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ নিয়ে যদিও বিশদ আলোচনার সুযোগ কম। কারঁ নির্দিষ্ট শব্দ সংখ্যার মধ্যেই আলোচনার পিরধি ধরে রাখার একটা ব্যাপার থেকেই যায়। তাই চুম্বক আকারে গোটা তিনেক বিষয়ে আলোচনা করলে সচতেন পাঠক একটা সামগ্রিক ধারণা পেতে পারবেন নিঃসন্দেহে।

উদাহরণ এক যেমন ধরুন, অস্ত্রে সংক্রমণ সারাতে কোনও প্রৌঢ় রোগী চিকিৎসকের প্রাইভেট চেমহারে কিংবা কোনও হাসাপাতলে গেলেন। রোগীকে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার পর অ্যান্টিবায়োটিক দিলেন চিকিৎসক। কিন্তু রোগীর লিভার ফাংশ টেস্টের রিপোর্টে আসে বেশ খারাপ। কারণ যে অ্যান্টিপায়োটিক চলছিল, লিবারের ওই অবস্থায় তা চলার কথা নয়। কিন্তু রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট দেরিতে আসায় এই অনকাঙ্খিত বিভ্রাট। টিকিৎসক সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক বন্ধ করে দেন। কিন্তু ততক্ষণে লিভারের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গেছে।

উদাহরণ দুই, শ্বাসকষ্টের কোনও রোগীকে সরকারি হাসপাতালে কিম্বা নার্সিংহোমে ভেন্টিলেশনে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন (কোথাও আবার অনাবশ্যক কারণেও) কোন চিকিৎসক। ভেন্টিলেশন খোলা সম্ভব ছিল না দিন দশেক পেরনোর পরেও। অথচ সপ্তাহ দু'য়েকের মাথায় দেখা গিয়েছিল, ওই ভেন্টিলেশনের সূত্রেই দ্বিতীয় সংক্রমণ থাবা বসিয়েছে সংশ্লিষ্ট রোগীর শরীরে। এবার ওই রোগী ও তার পরিবার পরিজনের অবস্থা একবার ভাবুন তো। গিয়েছিলেন চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে আসার জন্য, কিন্তু বিপত্তি ঘটল চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানেই।

উদাহরণ তিন ক্রমিক অ্যালার্জির চিকিৎসায় প্রেসক্রিপশনে মাসখানেক লিভোসেট্রিজিন খাওয়ার কথা লিখেছিলেন জনৈক চিকিৎসক। কিন্তু তার দুর্বোধ্য হাতের লেখা আর ওযুধেরদোকানির তাড়াহুড়ো দুইয়ে মিলে ওই রোগীর হাতে গিয়ে পৌঁছয় লিভোফ্লিক্সাসিন। আদাতে সেটি অ্যান্টিবায়োটিক। কোন ও অ্যান্টিঅ্যালার্জিক নয়। এই অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিকের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় রোগীর মারাত্মক ক্ষতি এড়ানো যায়নি। এর ফলে এক রোগ নিরাময় করতে গিয়ে আর এক জটিল রোগের কবলে পড়েন সংশ্লিষ্ট রোগী।

এগুলি কোন ও মনগড়া উদাহরণ নয়। সংশ্লিষ্ট চিতিৎসকদের সঙ্গে প্রাশঙ্গিত আলোচনা প্রসঙ্গেই জানা গেছে স্বাস্থ্য বিপত্তির এমন হরেক কথা ও কাহিনী। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে এর একটিও চিকিৎসায় গাফিলতির ঘটনা বলে মনে হবে না। কিম্বা চিকিৎসা নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ও বড়সড় কোনও ত্রুটি খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, চিকিৎসক ওযুও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানেরই সামগ্রিক ব্যবস্থার কোথাও কিছু ঘাটতির জন্যেই আখেরে ভুগতে হয়েছে নিরপরাধ অসহায় রোগীদেরকেই। এ নিয়ে কি বলছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (হু) সাম্প্রতিক হিসেব? একবার বরং জেনে নেওয়া যাক তাঁদের মূল্যবান মন্তব্য। সম্মিলিত সৎ প্রয়াসের পরেও প্রতি ৩০০ জন রোগীর মধ্যে একজনের ক্ষেত্রে ছোট বা বড় ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয় না। ভারতের মতো জনবহুল দেশে এর মোট সংখ্যা বিরাট। অথচ চিকিৎসা ব্যবস্থার দলগত শুদ্ধকরণের মাধ্যমে অন্তত আশি শতাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষতিটা এড়ানো সব ছিল। প্রতি বছর সারা বিশ্বে রোগী সুরক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত পাঠক সংখ্যাটা একবার ভাবুন তো?

এখানেই শেষ নয়। রোগী সুরক্ষা শুধু ক্ষতিগ্রস্তই নয়, মধ্যে মারাও যান ২৬ লক্ষ রোগী। এমন স্বাস্থ্য দুর্ঘটনা কমাতেই গত ১৭ সেপ্টেম্বর পালিত হল রোগী সুরক্ষা দিবস। কলকাতা মহানগরও শামিল হয়েছিল এই মহতি কর্মযজ্ঞে। এদিন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতলেই বসেছিল বিশ্ব রোগী সুরক্ষা দিবসের আলোচনাচক্র। এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ নিয়ে উদ্যোক্তা কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমতি মঞ্জুশ্রী রায় বলেন, সবকিছু নিয়মমাফিক করেও অনেক সময়ে জ্ঞতা কারণে রোগীর চিকিৎসায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

তাঁর আরও সংযোজন, আবার নিভু'ল চিকিৎসা সত্ত্বে ব্যবস্থার কোনও ঘাটতিতেও অনেক রোগীর ক্ষতি হয়। কখনও অনেক রোগীর ক্ষতি হয়। কখনও আবার অনিচ্ছকৃত (কিম্বা গাফিলতিরজন্য) হলেও চিকিৎসাটাই হয়ত ভুল হয়ে যায়। সমন্বয় হোক বা কমিউনিকেশন, নিশ্চয়ই নেপথ্যে থেকে যায় কোনও না কোনও কারণ। সেটিকে নির্মূল করার উদ্দেশ্য নিয়েই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব রোগী সুর৭া দিবস পালন করছে (২০১৯) থেকে। এখন দেখার বিষয়, ওই বিশেষ দিবস পালনের পর সংশ্লিষ্ট মহলের সচেতনতা কতটা বাড়ে।

প্রসঙ্গতক্রমে ট্রাপিক্যালের ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলিজ বিভাগের প্রধান ডা. শান্তনু ত্রিপাঠী বলেন, চিকিৎসা মানে এখন কিন্তু শুধু চিকিৎসক ও রোগী নয়। আদতে তো অনেকগুলি পেশার মানুষও অনেকগুলি ক্ষেত্রের মেলবন্ধন। সেখানে সমন্বয়ের সামান্য অভাবে অত্যন্ত মামুলি ভুল ত্রুটি ও রোগীর বড়সড় ক্ষতি হয়ে যায়। পরিসংখ্যানের বিচারে সেই সংখ্যাটা সময়ের সঙ্গে ক্রমেই বেড়েছে। পরিস্থিতি শোধরাতেই রোগী সুরক্ষার বিষয়টি এখন চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডা. শান্তনু ত্রিপাঠীর কথাকে কোনভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ফ্লেক্সি ডিপোজিট —সেভিংসের সঙ্গে মেয়াদি আমানতের সুদও

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

আপৎকালীন পরিস্থিতিতে নগদ অর্থের প্রয়োজন মেটাতে অনেকেই ব্যাঙ্কের সেভিংস অ্যাকাউন্টে বেশ কিছু টাকা রেখে দেন। আর এখন করোনা আবহাওয়াতে আরো বাড়তি টাকা রাখতে হচ্ছে সেভিংস অ্যাকউন্টে কখন কী হয় এই ভেবে। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সব ব্যাঙ্কেই (দু-একটি বেসরাকরি ব্যাঙ্ক ছাড়া) সেভিংস অ্যাকাউন্টে যে হারে সুদ দিচ্ছে তাতে মনটা খচ খচ করে, এতগুলো টাকা সেভিংসে, আর সুদ মাত্র এটুকু।

তাহলে আপনি চাইছেন একদিকে সহজেই নগদ অর্থে পরিণত করা যায় তার স্বচ্ছন্দ্য, যাকে আমরা বলি লিক্যুইডিট আবার মেয়াদি আমানতের মতো সুদও পাওয়া যায়—অনেক কষ্টের জমানো টাকা রাখার এমন কোনো পথ। অনেকে বলবেন, এ তো মশাই সোনার পারথরবাটি না। একেবারে তারা ভুল কলছেন। সোনার পাথরবাটি পাওয়া যায় কিনা সেটা একেবারে অন্য কথা, কিন্তু ব্যাঙ্কের সেভিংস অ্যাকাউন্টে টাকা রেখে নগদের স্বাচ্ছন্দ্য অন্যদিকে মেয়াদি আমানতের সুদ পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আর এজন্য বাড়তি কোনো টাকাও দিতে হয় না। অনুমোদন বাড়তি ঝামেলা তাও নিতে হবে না। শুধুমাত্র জানতে হবে ব্যাঙ্কের সেই দুটি স্কিমের কথা। ফ্লেক্সি ডিপোজিট আর স্যুইপ ইন ফেসিলিটি ।প্রাচারের অভাবে এই দুটি স্কিম অনেকেরই অজানা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ব্যাঙ্কের তফাতে এই দুটি স্কিমের নাম বৈচিত্র থাকতে পারে। যেমন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ফ্লেক্সি স্কিম। সেভিংস ফ্লেক্সি ফিক্সড ডিপোজিট স্কিম।তবে সব সরকারি বেসরকারি ব্যাঙ্কেই এই দুই প্রকল্প আছে।

এবার আসছি ফ্লেক্সি ডিপোজিট স্কিম কীভাবে কাজ করে এবং সুবিধা কতটুকু সে প্রসঙ্গে।

যে কোনো ব্যাঙ্কের গ্রাহক যাঁর সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছে, তিনি এই ফ্লেক্সি ডিপোজিট স্কিম অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। তবে হ্যাঁ শুধু, সেভিংস অ্যাকাউন্ট থাকলেই চলবে না, থাকতে হবে মেয়াদি আমানতের ফিক্সড ডিপোজিট। অ্যাকাউন্ট। এই দুই অ্যাকাউন্ট জুড়ে বা লিখস করার পরে এইচস্কিম কাজ শুরু করতে পারবে। অবশ্য তার আগে গ্রাহককে ব্যাঙ্ককে জানাতে হবে সেভিংস অ্যাকাউন্টে তিন কতটাকা সবসময় রাখতে চান। একটা উদাহরণ তুলে ধরলে মনে হয় বিষয়টি আরো সহজ হবে। ধরুন, রামবাবু কোনো একটি ব্যাঙ্কের গ্রাহক। সেই ব্যাঙ্কে রামবাবুর সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছেনথ। আর আছে ২ লক্ষ টাকার এক বছরের মেয়াদি আমানত। রামবাবু এবার হিসেব করে দেখলেন প্রতিমাসে সুদ , পেনশন ইত্যাদি থেকে তাঁর সেভিংস অ্যাকাউন্টে আসে ৫০ হাজার টাকা। আর প্রতিমাসে খরচা বাবদ মোটামুটিভাবে ৩০-৩২ হাজার টাকা লাগে। এবার রামবাবু তাঁর মেয়াদি আমানতের সঙ্গে সেভিংস অ্যাকাউন্ট জুড়ে ফ্লক্সি ডিপোজিট স্কিম চালু করলেন। রামবাবু তাঁর সেভিংস অ্যাকাউন্টের সীমা ঠিক করলেন ৪০ হাজার টাকা। অর্থাৎ ৪০ হাজারের বেশি টাকা সেভিংস অ্যাকাউন্টে পড়ে থাকলেই চলে যাবে মেয়াদি আমানতের খাতায়। অর্থাৎ ৪০ হাজার টাকার সুদ পাওয়া যাবে সেভিংস অ্যাকাউন্টের চলিত হারে, আর বাকি টাকা মেয়াদি আমানতের যে হারে সুদ ধরা আছে সেই হারে সুদ পাওয়া যাবে।

এবার মনে হতে পারে মেয়াদি আমানতে টাকা চলে গেলে তা প্রয়োজনীয় সহজে তোলা যাবে না যেমনটি যায় সেভিংস অ্যাকাউন্টে। যা ভাবছেন তা আদৌ ঠিক নয়। নদগ অর্থের স্বাচ্ছল্য বা লিক্যুডিটি এই স্কিমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আবার আর একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরো সহজ করা যেতে পারে। ধরা যাক, রামবাবু সেভিংস অ্যাকাউন্টে আছে ৩০ হাজার টাকা, কিন্তু জরুরি অবস্থায় আপনি কাউকে দিনেল ৩৫ হাজার টাকার চেক। সাধারণ অবস্থায় হী হবে চেক বাউন্স করবে। অর্থদণ্ড যাবে রামবাবু, আর যাঁকে চেক দিয়েছিলেন তাঁরও। কিন্তু যদি ফ্লেক্সি ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট থাকে তবে ব্যাঙ্ক টাকা নেই। এইরকম বিড়ম্বানায় পড়তে হবে না। চেক বাউন্স করবে না। ব্যাঙ্ক ঘটতি টাকা (এক্ষেত্রে ৫ হাজার) মেয়াদি আমানত থেকে নিয়ে চেক প্রাপ্ত ব্যক্তির টাকা মিটিয়ে দেবে। অর্থাৎ নদগের স্বাচ্ছন্য বজায় থাকল, আবার। আমরা আলোচনায় শুরুতেই বলেছিলাম দুই ধরনের স্কিমের ফ্লেক্সি ডিপোজিট ও স্যুইপ-ইন ফেসিলিটির কথা। এই দুই স্কিমের নগদের স্বাচ্ছন্দ্য আর মেয়াদি ও সেভিংসের সুদ পাবার ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই। কার্যপদ্ধতি প্রায় একই ধরনের সুক্ষ্ম যে পার্থক্যটুকু আছে তা হল স্যুইপ ইন ফেসিলিটি মেয়াদি আমানতের একটি বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের মেয়াদি আমানত করলে আপনি নদগের স্বাচ্ছন্দ্য আর সুদের সুবিধা দুইই পাবেন। আর এজন্য আপনাকে বাড়তি কিছু করতে হয় না। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী। ছবি- নিজস্ব।

আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচনে এজেপি এবং এএসডিসি জোট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে পাঁচটি আসনে

হাফলং (অসম), ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু)-র নেতৃত্বে গঠিত নতুন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল অসম জাতীয় পরিষদ (এজেপি) এবং অটনোমাস স্টেট ডিমান্ড কমিটি (এএসডিসি) এবার জোট বেঁধে নির্বাচনে অবতীর্ণ হবে। রবিবার অসম জাতীয় পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এএসডিসি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি চন্দ্রকান্ত তেরন, সম্পাদক জৎসন বে এবং এএসডিসি নেতা ড্যানিয়েল তেরন, অসম জাতীয় পরিষদের আহ্বায়ক অদীপ কুমার ফুকন, কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য, লুই নেওগ এবং রবীন্দ্র কুমার দত্ত এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। তাঁরা আসন্ন ২১-এ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে নবগঠিত আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল অসম জাতীয় পরিষদ এবং এএসডিসি জোট বেঁধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কারবি আংলং এবং ডিমা হাসাও জেলাকে পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের দাবিদার আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল এএসডিসিকে আগামী ২০২১-এর নির্বাচনে সমর্থন করবে অসম জাতীয় পরিষদ। এএসডিসি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি চন্দ্রকান্ত তেরন রবিবার হিন্দুস্থান সমাচার-কে বলেন, আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল এএসডিসি এবং অসম জাতীয় পরিষদ রাজ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জোট বেঁধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে উভয় দলের নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বৈঠকে নব গঠিত আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল অসম জাতীয় পরিষদ ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে কারবি আংলং জেলার চারটি বিধানসভা আসন এবং ডিমা হাসাও জেলার একমাত্র ১৬ হাফলং উপজাতি সংরক্ষিত আসনটি এএসডিসিকে ছেড়ে দেবে। এই পাঁচটি আসনে তাদের কোনও প্রার্থী দেবে না বলে রবিবারের বৈঠকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন অসম জাতীয় পরিষদ নেতৃত্ব, জানিয়েছেন এএসডিসি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি চন্দ্রকান্ত তেরন।

সম্প্রতি ডিমা হাসাও জেলা সফরে এসে এএসডিসি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি চন্দ্রকান্ত তেরন অবশ্য এই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কারবি আংলং ও ডিমা হাসাও জেলাকে নিয়ে পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের দাবিতে এএসডিসি দল নির্বাচনে অবতীর্ণ হবে। চন্দ্রকান্ত তেরন বলেন, জাতীয় দল কংগ্রেস ও বিজেপি ক্ষমতায় এলে পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের দাবি সম্পর্কে তেমন আন্তরিকতা দেখায় না। এই অভিযোগ করে এএসডিসির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বলেন, পৃথক রাজ্যের দাবি থেকে এএসডিসি সরে আসবে না। যতদিন পর্যন্ত দাবি আদায় হচ্ছে না, এএসডিসি দল তাদের পৃথক রাজ্য গঠনের দাবিতে অনড় থাকবে, স্পষ্ট জানান ড্যানিয়েল তেরন।

অসম-মিজোরাম সীমান্ত-উত্তেজনা, শান্তি ফেরাতে সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এগিয়ে আসার আহ্বান এসইউসিআই (ক)-এর

শিলচর (অসম), ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : অসম-মিজোরাম সীমা বিবাদকে কেন্দ্র করে লায়লাপুরে যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের কাছাড় জেলা কমিটি। কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রেস বার্তায় বলা হয়েছে, এই অঞ্চলে প্রায়ই সীমা বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উভয় রাজ্যের সাধারণ নাগরিকের মধ্যে বিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। হতাহতের ঘটনার পাশাপাশি সম্পত্তিও ধ্বংস হয়। এছাড়া উভয় রাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্য, যাতায়াত বন্ধ হয়ে শ্রমজীবী মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েন। অথচ কেন্দ্র ও প্রতিবেশী উভয় রাজ্য সরকার পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পারত। কিন্তু দেশের দুই অঙ্গ রাজ্যের সীমানা নির্ধারণের মতো একটি বিষয়ে পূর্বতন ও বর্তমান সরকারের অনীহা ও উদাসীনতার ফলে সমস্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর অভিযোগ, শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে যাতে ঐক্য গড়ে না ওঠে সেজন্যই সীমা বিবাদকে সমাধান না করে দীর্ঘ বছর ধরে জিইয়ে রাখা হয়েছে। দলের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে দ্রুত হস্তক্ষেপ গ্রহণ করতে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি উভয় রাজ্যের সাধারণ নাগরিক ও বিভিন্ন সংগঠনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রেস বার্তায় হিল্লোল ভট্টাচার্য ও বিজিৎ কুমার সিংহ বলেছেন, করোনা সংক্রমণে সৃষ্ট অতিমারী ও দীর্ঘ লকডাউনের ফলে মানুষ যখন চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন, তখন নিজেদের মধ্যে বিবাদে না জড়িয়ে সর্বাবস্থায় শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করার আহ্বান জানাচ্ছেন তাঁরা। উভয় রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকেও এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানিয়েছেন সংগঠনের কর্মকর্তারা।

দুরন্ত বোলিং ফার্গুসনের, সুপার ওভারে ম্যাচ জিতল কলকাতা

শারজা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : সুপার ওভারে ম্যাচ জিতল কলকাতা। সেখানেও নায়ক হয়ে উঠলেন লকি ফার্গুসন। মাত্র ২ রান করতে গিয়ে ২ উইকেট পড়ে গেল হায়দরাবাদের। সহজেই ম্যাচ জিতল কলকাতা। তার ফলে ১০ পয়েন্ট নিয়ে টুর্নামেন্টে কিছুটা ভাল জায়গায় পৌঁছে গেল নাইট রাইডার্স।

এদিন প্রথমে ব্যাট করে নেমে নাইটদের ইনিংস শেষ হল মাত্র ১৬৩ রানে। যদিও শুরুটা অন্যদিনের তুলনায় ভাল করেছিল নাইটরা। গিল, রানা, ত্রিপাঠি সবাই শুরুটা ভাল করেছিলেন। কিন্তু সেভাবে বড় রান কেউই করতে পারলেন না। গিল ৩৬, রানা ২৯ এবং ত্রিপাঠি ২৩ রান করলেন। এদিন আরও একবার ব্যর্থ হলেন রাসেল। ১১ বলে করলেন মাত্র ৯ রান। শেষবেলায় কার্তিক এবং মর্গ্যান জুটি নাইটদের স্কোর সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছে দেয়। কার্তিক করলেন ১৪ বলে ২৯ রান। মর্গ্যান করলেন ২৩ বলে ৩৪।

যদিও ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করেন নাইট বোলাররা। ১৬৪ রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ৬ ওভারে শুরুটা ভালই করেছিলেন বেয়ারস্টো এবং উইলিয়ামসন। কিন্তু পাওয়ার প্লে শেষ হতেই খেলায় ফেরে কেকেআর। সপ্তম ওভারের প্রথম বলেই আউট হন উইলিয়ামসন। এরপর দ্রুত প্রিয়ম গর্গ (৪), বেয়ারস্টো (৩৬), মনীশ পাণ্ডে (৬) এবং বিজয় শংকরের (৭) উইকেট হারায় হায়দরাবাদ। কার্যত প্রথম ম্যাচ খেলা লকি ফার্গুসনের একটি স্পেলেই ম্যাচে ফেরে নাইটরা। তবে পালটা রুখে দাঁড়ান হায়দরাবাদ অধিনায়ক ওয়ার্নার। আবদুল সামাদকে নিয়ে দ্রুত গতিতে রান তাড়া করতে থাকেন। সামাদকে দুরন্ত ক্যাচে গিল ফেরালেও ওয়ার্নার একাই যেন যথেষ্ট ছিলেন। এর মধ্যেই আবার শেষ ওভারে মর্গ্যান বল তুলে দেন চোটগ্রস্ত রাসেলের হাতে। যা নিয়ে অনেকেই ভ্রু কেঁচকান। কারন শেষ বলে দরকার ছিল ১ বলে ২ রানের। তবে একরানই করতে পারে হায়দরাবাদ। ফলে দু'দলের রানই সমান হয়ে যায়। আর ম্যাচ গড়ায়

ছয়ের পাতায়

চোপড়ার বোমাবাজিতে গ্রেফতার ৩ প্রতিবাদে পথ অবরোধ কংগ্রেসের

চোপড়া, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : চোপড়ার লক্ষ্মীপুরে বোমাবাজির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার তিনজন। এরা সকলেই কংগ্রেস কর্মী। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে রবিবার সকালে লক্ষ্মীপুর বাজার এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে লক্ষ্মীপুর এলাকা থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের এদিন ইসলামপুর আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতদের ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এবিষয়ে চোপড়া থানার আইসি বিনোদ গজমেরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর বক্তব্য মেলেনি। এদিকে, দলীয় কর্মী-সমর্থকদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে রবিবার সকালে লক্ষ্মীপুর বাজার এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে কংগ্রেস। এদিন বিকেলে লক্ষ্মীপুর বাজারে কংগ্রেসের বিক্ষোভ কর্মসূচীতে চোপড়া থানার আইসি বিনোদ গজমেরের কুশপুতুল পোড়ানো হয়। দাসপাড়ায় সিপিএমের সঙ্গে যৌথভাবে প্রতিবাদে শামিল হয় কংগ্রেস।

কংগ্রেস সভাপতি অশোক রায় বলেন, 'শনিবারের ঘটনার পর পুলিশ নিরপরাধ মানুষদের ধরপাকড় শুরু করেছে। রবিবার ভোরে তিনজন কর্মী-সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার প্রতিবাদেই এদিন বিকেলে চোপড়া ব্লকে প্রতিবাদ কর্মসূচি আয়োজিত হয়েছে।'

পাকিস্তানে ভূমি ধসে চাপা পড়ল যাত্রীবাহী বাস, নিহত অন্তত ১৬ জন

ইসলামাবাদ, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): পাকিস্তানে মর্মান্তিক ভূমি ধস। রবিবার পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে ভূমি ধসে চাপা পড়ল একটি যাত্রীবাহী বাস। ভূমিধসে কাদা ও পাথরের নিচে চাপা পড়ে অন্তত ১৬ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এমনই খবর ডনের।

স্থানীয় পুলিশের কর্মকর্তা ওয়াকিল খান বলেন, পাঞ্জাব প্রদেশের রাওয়ালপিন্ডি শহর থেকে স্কার্দু শহরের দিকে যাওয়ার সময় যাত্রীবাহী একটি মিনিবাস ভূমিধসে কাদা এবং পাথরের নিচে চাপা পড়েছে। বাসটিতে ১৬ জন যাত্রী ছিলেন।

পার্বত্য এলাকার পাশ দিয়ে বয়ে চলা স্কার্দুর রাস্তা ধরে বাসটি এগিয়ে যাওয়ার সময় ভূমিধসের কবলে পড়ে। কাদা-মাটির নিচে বাসটি চাপা পড়ায় যাত্রীদের জীবিত উদ্ধারের আশা নেই বলে জানিয়েছেন ওই কর্মকর্তা।

পাকিস্তানের ভারী বর্ষণের পর ভূমিধসের ঘটনা খুবই সাধারণ। বিশেষ করে দেশটির পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টি এবং ভূমিধসের ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

অসম পুলিশের পৃথক পৃথক অভিযানে বাজেয়াপ্ত ১৫ কোটি টাকার হেরোইন, গ্রেফতার মহিলা সহ চার

গুয়াহাটি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : প্রায় ১৫ কোটি টাকার নেশাদ্রব্য হেরোইন বাজেয়াপ্ত করে অসম পুলিশ বৃহৎ সাফল্য লাভ করেছে। রবিবার পৃথক পৃথক অভিযানে এই সাফল্য পেয়েছে রাজ্য পুলিশ। সেই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে চার নেশাদ্রব্য পাচারকারীকে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের এক দল রাজ্যের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলঙে অভিযান চালিয়ে ৩.৪৫ কিলোগ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে। মণিপুরের রাজধানী ইমফল থেকে গুয়াহাটি নিয়ে আসা হচ্ছিল হেরোইনগুলি। এর সঙ্গে মণিপুরের দুই বাসিন্দাকে আটক করেছে পুলিশ।

দ্বিতীয়টো অভিযান চালানো হয়েছে মধ্য অসমের মরিগাঁওয়ে। মরিগাঁও জেলা পুলিশের এক দল জনৈক গৃহস্থের ঘরে অভিযান চালিয়ে হেরোইন ভরতি ৮৮টি কন্টেনার বাজেয়াপ্ত করেছে। কন্টেনারগুলিতে ১ মিলিগ্রাম করে হেরোইন রয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়া অভিযানের সময় ওই ঘর থেকে বিভিন্ন মন্দির এবং জাগিরোড কাগজ কলের চুরি করা সরঞ্জামও উদ্ধার করেছে। এর সঙ্গে অভিযানকারী পুলিশের দল এক মহিলা সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

পুজোর আগে অবাধ প্রবেশ রুখতে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে একাধিক স্টেশনের প্রবেশ পথ

কলকাতা, ১৮অক্টোবর (হি. স.): রেল কর্মীদের জন্য বরাদ্দ বিশেষ ট্রেনগুলিতে এবার আর যাতায়াত করতে পারবেন না অরেল কর্মীরা। এমনটাই জানিয়েছেন রেল কর্তৃপক্ষ। জোর আগেই হাওড়া শিয়ালদা ডিভিশনের বহু স্টেশনে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে প্রবেশপথ।

উৎসবের মরসুমে করোনা পরিস্থিতিতে সংক্রমণ ঠেকাতে একাধিক ব্যবস্থা নিচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ। সেই মতই এবার হাওড়া ও শিয়ালদা ডিভিশনের একাধিক স্টেশনে অবাধ প্রবেশাধিকার বন্ধ করতে স্টেশনের প্রবেশ এবং প্রস্থান পথ গুলিকে টিন ও রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে রাজ্যে লোকাল ট্রেন কবে চলবে সেই নিয়ে কোনও ইঙ্গিত দেয় নি রাজ্য সরকার। সেই কারণে আগে থেকেই পুজোর পূর্ব প্রস্তুতি নিতে নিজেদের মত করে ব্যবস্থা করছে শিয়ালদহ হাওড়া ডিভিশন। এখন রেল কর্মীদের জন্য হাওড়ায় ৫২টি স্পেশাল ট্রেন এবং শিয়ালদহে ১৩০টি স্পেশাল ট্রেন চলছে। এই ট্রেনগুলোতে যাতে পুজোর দিনে অন্যান্য যাত্রীরা যাতায়াত করতে না পারে সেই কারণেই আগেভাগে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে স্টেশন।

তবে শুধু স্টেশন গিয়ে রাতেই থেমে থাকছে না রেলকর্মীরা। আরপিএফ কর্মীরা পরীক্ষামুলকভাবে ট্রায়ালও চালাচ্ছে এই বিষয়ে। কিভাবে যাত্রীরা স্টেশনের ঢুকবে বেরোবে এবং কিভাবে সামাজিক দূরত্ব বৃদ্ধি অবলম্বন করে যাতায়াত করবে সে সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে ট্রায়াল চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই আরপিএফ কর্মীরা পুলিশকে কাজে লাগিয়ে স্টেশনের নিরাপত্তার দিকটি খতিয়ে দেখছেন। পাশাপাশি মাস্ক পরা দূরত্ব বৃদ্ধি বজায় রাখার বার্তা লেখা ব্যানার লাগিয়ে স্নিফার ডগ ঘুরে বেড়াচ্ছে স্টেশন চত্বরে। এমনকি কুকুরের মুখে রয়েছে মাস্ক।

সসস্ত্র সীমা বলের ভারত-ভুটান সীমান্ত পরিদর্শন

জয়গাঁ, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : ভারত-চিন উত্তেজনার মধ্যে রবিবার ভারত-ভুটান সীমান্ত পরিদর্শন করলেন সসস্ত্র সীমা বল।এদিন সসস্ত্র সীমা বলের দিল্লি হেড কোয়ার্টারের অন্যতম শীর্ষ আধিকারিক আইজি অনিল কুমার নেগি ভারত-ভুটান সীমান্ত পরিদর্শন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উত্তরবঙ্গ রেঞ্জের ডিআইজি পরীক্ষীৎ বেরা।

এদিন এসএসবির ওই দুই শীর্ষ আধিকারিক জয়গাঁর ক্যাম্পে ভুটানের গৃহমন্ত্রক ও আইন মন্ত্রকের সচিব ডাসো তাসি পেঞ্জোরের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত প্রশাসনিক বৈঠক করেন। দুই দেশের শীর্ষ আধিকারিকরা সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করেন।

বৈঠক শেষে আইজি অনিল কুমার নেগি সাংবাদিকদের বলেন, ভারত-ভুটান সীমান্ত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত বলে পরিচিত। ভুটানের একপাশে ভারতের বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকা, অন্যপ্রান্তে রয়েছে চিন সীমান্ত। তাই ভারত ভুটান সীমান্তকে সব সময় গুরুত্ব দেয়। সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সব সময় জোরদার রাখা হয়। ভুটানের জয়গাঁ সীমান্তে প্রহরারত এসএসবি জওয়ানদের কাজের প্রশংসা করেন তিনি। তিনি বলেন, ভুটান ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র। তাই ভুটান সীমান্তে শান্তি বজায় রাখতে জওয়ানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সীমান্তে প্রহরারত জওয়ানদের কাছ থেকে সীমান্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ার দিনই মাস্ক পরে শ্রীভূমি স্পোর্টিং- হাজির দর্শনার্থীরা

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি স): শহরজুড়ে ম ম করছে পুজো পুজো গন্ধ। শহরের উদ্যমতা জানান দিচ্ছে আজ রবিবার দ্বিতীয়া। দ্বিতীয় দিন থেকেই মাস্ক পরে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পরেছে শহরবাসী। এদিন শ্রীভূমি স্পোর্টিং- হাজির হন দর্শনার্থীরা।

কখনও মাহেশমত কখনও পদ্মাবত আবার কখনও পাটলিপুত্র থিম পুজোয় জুড়ি মেলা ভার শ্রীভূমি স্পোর্টিং- এর। আর তাই এবছর কেদারনাথ মন্দিরের আদলে তৈরি হবে শ্রীভূমি স্পোর্টিং- এর মণ্ডপ। আলোকসজ্জাও প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও নজরকাড়া। করোনা আবহে একটুও ভাঁটা পরেনি শ্রীভূমি স্পোর্টিং -এর পুজোয়। গত বছর মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানী সাবেক পাটলিপুত্রকে মণ্ডপসজ্জায় তুলে ধরা হয়েছিল। এমনকি আলোকসজ্জায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল চন্দ্রযানের আদলে রকেট। আর তাই এই বছর পুজোতে কেদারনাথ দর্শন করাচ্ছে শ্রীভূমি স্পোর্টিং। আর সেই কেদারনাথের টানে শ্রীভূমি স্পোর্টিং দ্বিতীয়ার দিনে হাজির হয়েছেন দর্শনার্থীরা। প্যান্ডেলের ভিতরে ঢুকতে না দিলেও বাইরে থেকেই ফটো তোলা থেকে কেদারনাথ অনুভব সবটাই করছে দর্শনার্থীরা।

বিজেপি কর্মীর মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজ্যপালের দ্বারস্থ বিজেপি নেতা কর্মীরা

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি স):পটাশপুরের বিজেপি কর্মীর জেল হেফাজতে থাকাকালীন মারধর করায় মৃত্যু হয়েছে বিজেপি কর্মী মদন ঘোড়ুইয়ের এমনটাই অভিযোগ বিজেপির। বিজেপি কর্মীর মৃত্যু আর সেই অভিযোগ তুলে রবিবার বিজেপির একটি প্রতিনিধিদল রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখরের কাছে নালিশ জানান।

অর্জুন সিং, ব্রজেশ ঝা, শঙ্কুদেব পাণ্ডা এবং লকেট চট্টোপাধ্যায় এই চার সদস্যের প্রতিনিধি দল এদিন রাজভবনে যায়। বিজেপি কর্মী মৃত্যুতে সিবিআই তদন্তের আবেদন জানায় তারা।

প্রসঙ্গত, পটাশপুর থানার কনকপুর গ্রামের বাসিন্দা কিশোর ঘোড়ুই কয়েকমাস আগে বাসুদেরপুর এলাকার গৌরাঙ্গ পাখুরিয়ার এক যুবতীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। যুবতীর বাড়ি থেকে পটাশপুর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। দীর্ঘ খোঁজাখুজি করেও মেলেনি ওই যুবকের খোঁজ। এরপর গত ২৬ সেপ্টেম্বর পুলিশ ওই যুবকের কাকা মদন ঘোড়ুইয়কে পটাশপুর থানার পুলিশ নিয়ে আসে। এরপর আদালত তার জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। পুলিশ সূত্রে খবর জেল হেফাজতে থাকাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়লে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও সেখান থেকে কলকাতায় পাঠানো হয়। এরপর গত মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ সূত্রে জানা যায় মদনবাবুর মৃত্যু হয়েছে। এরপরেই ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে বিজেপি কর্মীরা। তাদের দাবি পুলিশের হেফাজতে মৃত্যু হয়েছে মদনবাবুর।

বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ দেবশ্রী চৌধুরীর

রায়গঞ্জ, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : গত দশ বছরে বন্ধ কলকারখানা খোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী একটাও ফিতে না কাটলেও করোনা কালে গত দু'দিনে ১১০টি ফিতে কেটে পুজোর উদ্বোধন করেছেন। রবিবার রায়গঞ্জে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে এসে এভাবেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন রায়গঞ্জের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিশু ও নারী কল্যাণ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী।

তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রায় বলে থাকেন অভাব চলছে। অথচ সেই দেউলিয়া সরকার ক্লাবগুলিকে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এমনকী, ঠিক কী কারনে ক্লাব গুলিকে টাকা দেওয়া হল সে বিষয়টিও স্পষ্ট করেন নি। ভোটের আগে এভাবে দানছত্র খুবই নিকৃষ্ট রাজনৈতিক খেলা। পশ্চিমবঙ্গকে আরও দেউলিয়ার পথে নিয়ে যাওয়া। আগামী দিনে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বর্তমান রাজ্য সরকারকে ক্ষমা করবেন না। কারণ, তৃণমূল সরকার নিজের ভোটব্যাঙ্ক তৈরির জন্য মমতা লুঠপাট, খেলা, মেলা করে ইতিহাসকে কলঙ্কিত করছেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ঋণের ভারে জর্জরিত করছেন। দেবশ্রী দেবী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। প্রতিদিন বিজেপির কার্যকর্তাদের খুন করা হচ্ছে। বিরোধী কোনও মুখ উঠে আসলেই তার উপর পুলিশি নির্যাতন বেড়ে যায়। তাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়।

ভ্রষ্টাচারী কংগ্রেসি নেতার অধিকার নেই আরএসএস-এর সমালোচনা করা : অসম বিজেপি

গুয়াহাটি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ যতই ঘনিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক দলগুলোর একে অপরের মধ্যে কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ির খেলা শুরু হয়েছে। কংগ্রেসের একাংশ নেতাকে ভ্রষ্টাচারী আখ্যা দিয়ে তাঁদের মুখে আরএসএস-এর সমালোচনা শোভা পায় না বলে রবিবার এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে বলেছেন বিজেপির অসম প্রদেশ মুখপাত্র সুভাষ দত্ত।

সুভাষ দত্তের মতে, রাষ্ট্র নির্মাণকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে সর্বস্ব ত্যাগকারী স্বয়ংসেবকদের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন না করে ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাজনৈতিক সমালোচনার মধ্যে টেনে না আনা উচিত। এতে একাংশ কংগ্রেসি নেতার অস্থির মানসিকতার পরিচয়ই প্রকাশ হচ্ছে। তিহার ফেরত প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরার নেতৃত্বে একাংশ দলীয় নেতা বিজেপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি আরও বলেছেন, বিজেপির প্রত্যেক কর্মকর্তা রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য রাজনীতি করছেন। কংগ্রেস নেতারা দুর্নীতি এবং ভ্রষ্টাচার করে রাজ্যকে বিধ্বস্ত করেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিজেপির

ছয়ের পাতায়

লালগড়ের নেতাই গ্রামে পরিষেবা প্রদান শুভেন্দু অধিকারি

ঝাড়গ্রাম, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : রবিবার নেতাই শহীদ স্মৃতিরক্ষা কমিটির ব্যবস্থাপনায় লালগড়ের নেতাই গ্রামে এসেছিলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকার। তাঁর উদ্যোগে গ্রামের ৫২ জন মহিলাকে সেলাই মেশিন, এবং ১৭ জনের হাতে নতুন বাড়ির চাবি তুলে দেন।

এদিন লালগড়ের নেতাই গ্রামে দাঁড়িয়ে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন আমি করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে যখন ছিলাম তখন আপনারা আমার জন্য হোম যজ্ঞ করেছেন। এজন্য আপনাদের প্রণাম। চন্দ্র সূর্য যতদিন থাকবে আমি ততদিন থাকবো না, তবে যতদিন থাকবো আপনাদের পাশে থাকার চেষ্টা করবো। আপনাদের ব্যাপক ক্ষোভ ছিল। তা আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাধানের চেষ্টা করেছি। আপনাদের চাঁদ ধরিয়ে দিতে পারবো না, তবে নূন্যতম সহযোগিতা করবো। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। সেলাই মেশিন উপহার দেওয়া হচ্ছে, স্বনির্ভর হয়ে উঠুন। বাড়ি প্রদান করা হচ্ছে। নেতাই এর শহীদদের পরিবারের পাশে ২০১১ থেকেই আছি, তাই এবারেও পুজোর উপহার দিতে এসেছি। পঞ্চমী তে গোয়ালতোড়ে এবং পশ্চিম মেদিনীপুর এ কয়েকটি পুজোতে আসবো। মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাবো। আপনারাও দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক স্যানিটাইজার ব্যবহার করে মায়ের

ছয়ের পাতায়

রবিবার বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

নারীরা যখন যেমন হতে পারেন

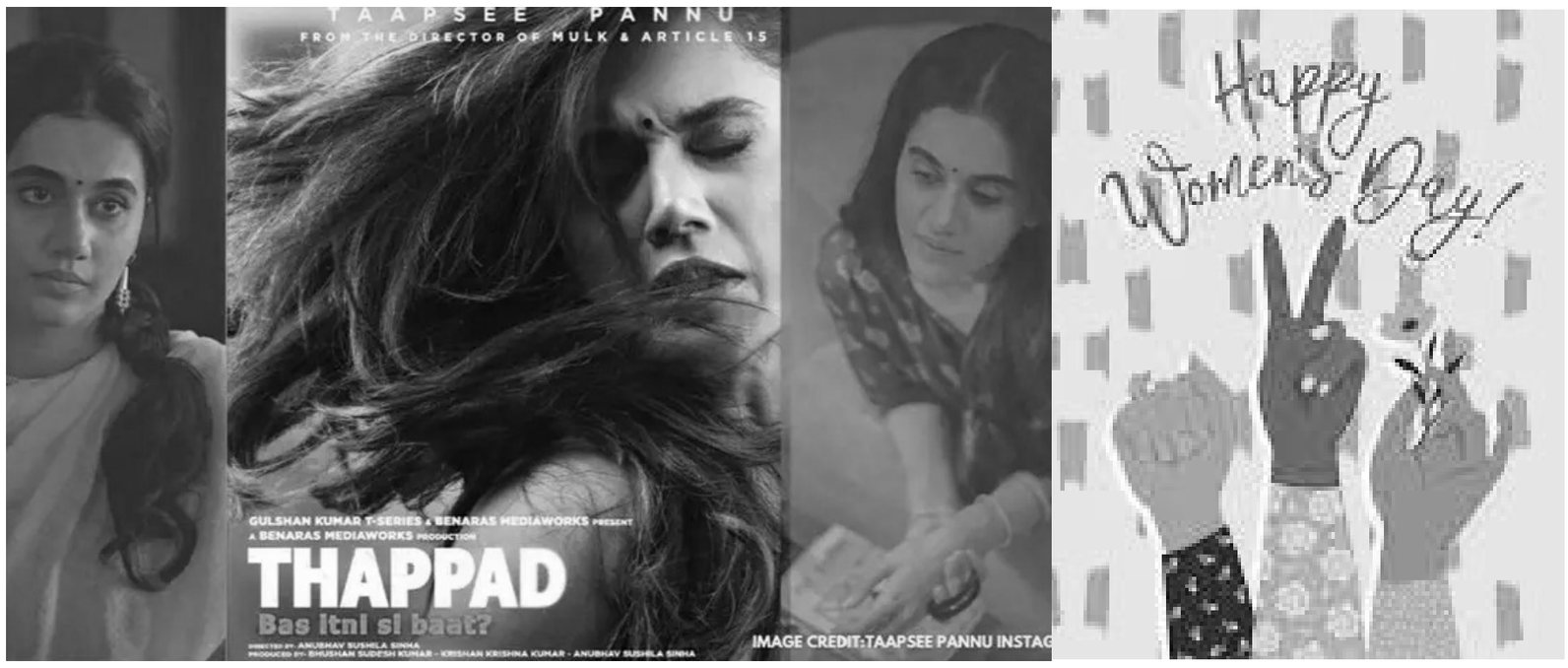

১জর্জিয়ার নারী মানানা। বয়স ৫০। একটা স্কুলে পড়ান। স্বামী, এক ছেলে আর এক মেয়েকে নিয়ে থাকেন মা—বাবার সঙ্গে। বাইরে থেকে দেখে সবাই বলেন, আহ! কী সুখী পরিবার। কী ভাগ্য মানানার।কিন্তু মানানার তা মনে হয় না। বিয়ের পর স্বামী সোসোকে নিয়ে নিজেদের মতো থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাজকর্মের প্রতি উদাসীন আর দায়িত্ব নিতে অপারগ স্বামী সেই পথে হাঁটেননি। বরং শ্বশুরবাড়িতে নিশ্চিন্তে থাকার পথটাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। সেই যে শুরু, এরপর মধ্যবিত্ত সমাজের চোখে একটা সুখী পরিবার হতে শুধু ছাড়ই দিয়ে গেছেন মানানা।সুখের অভিনয় করতে করতে ক্লান্ত মানানা। এর মধ্যে হাইস্কুলপড়ুয়া তার এক ছাত্রীর সিদ্ধান্ত তাঁর চোখ খুলে দেয়। মেয়েটি ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। চেষ্টা করেছিল সুখী পরিবারের জন্য। ব্যাটে-বলে মেলেনি। কিশোরী সিদ্ধান্ত নিল, এখনই যখন দুজনের মিল হচ্ছে না, দিনে দিনে তো সেটা কেবলই বাড়বে। সামনে অনেক সময় পড়ে আছে, নিজেদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য বিবাহবিচ্ছেদটাই ভালো।

বিষয়টা মানানার মনে দাগ কাটে। তিনি সবাইকে ছেড়ে আলাদা বাসায় ওঠেন। স্বজনদের মধ্যে ছি ছি পড়ে যায়। সবাই মিলে বৈঠকে বসেন মানানাকে বোঝাতে। মানানার শুধু মনে হয়, তিনি তো কারও জীবনে হস্তক্ষেপ করেননি। তাহলে সবাই কেন তার জীবনে নাক গলান? নারী বলেই কি তার নিজের মতো বাঁচার অধিকার নেই? তার বাবা, ভাই, এমনকি তার স্বামী যে পরকীয়ায় জড়িয়ে ১৩ বছরের ছেলের জনক; তাদের প্রতি সমাজ-পরিবার কখনো আঙুল তোলেনি, প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেনি! যুগের পর যুগ চলতে থাকা নারী-পুরুষের বৈষম্যের এমন একগাদা প্রশ্ন ছুড়ে দেয় মাই হ্যাপি ফ্যামিলি।

ভারতের উচ্চবিত্ত তরুণ দম্পতি অমৃতা ও বিক্রমের সংসারের কথাই ধরা যাক। পদোন্নতি না পেয়ে মেজাজ হারিয়ে ভরা মজলিশে স্ত্রীকে দেওয়া এক থাপ্পড় সবকিছুর হিসাব বদলে দেয়। দাম্পত্য মানে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা। কোনো অজুহাতেই শারীরিক নিপীড়ন এখানে গ্রহণযোগ্য নয়, চড়-থাপ্পড় তো নয়ই।

এই ঘটনায় বিক্রম একটিবারের জন্যও অমৃতার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন না। কারণ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাকে এই শিখিয়ে বড় করেছে যে এটা কোনো ঘটনাই না। স্বামী তো একটা চড় স্ত্রীকে দিতেই পারেন! অমৃতা বিক্রমকে ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে যান। সেখানেও সবাই তাকে বলতে থাকেন, এটা অমৃতার বাড়াবাড়ি। সংসারে থাকতে গেলে এমন একটু-আধটু হয়ই। মেনে নিলেই হয়!

আত্মসম্মানে আঘাত লাগা থাপ্পড়টা ভুলতে পারেন না অমৃতা। তার মনে হয়, একটা থাপ্পড় মামুলি কোনো বিষয় নয়। এই ইস্যুতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করতে গেলে নারী আইনজীবী পর্যন্ত তার প্রতি বিরক্ত হন। তাকে বুঝিয়ে সংসারে ফেরত যেতে বলেন। কিন্তু অমৃতার একটাই কথা, সম্পর্কে ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা থাকলে গায়ে হাত তোলার ঘটনা ঘটে না। যখন এগুলোই নেই, তখন মিছিমিছি কেন সংসার সংসার খেলা! দাম্পত্যে চড়-থাপ্পড়কে স্বাভাবিক হিসেবে দেখা সমাজের গালে কষে থাপ্পড় দেয় অনুভব সিনহার ছবিটি।

বৈষম্যের এই দুনিয়ায় নিম্নবিত্ত নারীর লড়াইয়ের গল্প শোনায় পাকিস্তানের চলচ্চিত্র পিংকি মেমসাব। সন্তান হয় না বলে প্রত্যন্ত গ্রামের পিংকিকে তালাক দেন তার স্বামী। পরিবারের চাপে ভাগ্য বদলাতে গৃহকর্মী হিসেবে তাকে যেতে হয় সংযুক্ত আরব আমিরাতে। পড়াশোনা না জানা গ্রামের একটা সহজ-সরল মেয়ে ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন জটিল পৃথিবীর কুটিল হিসাবগুলো।

পরিবারের কাছে পিংকি কেবলই টাকা উপার্জনের যন্ত্র। তার টাকাতেই গরিব পরিবারটির ভাগ্যের চাকা ঘুরতে থাকে। সুদিনের দেখা পায় তারা। তাই পিংকি যখন সব ছেড়ে-ছুড়ে পরিবারের কাছে ফিরে আসতে চান, পরিবার তাকে নিরুৎসাহিত করে। তাদের একের পর এক চাহিদার নিচে চাপা পড়ে যায় তার দেশে ফেরার আকুতি।

করোনাকালে ছবিগুলো নারীর জীবন আর চাওয়া-পাওয়াকে ভালোভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ করে দেয়। করোনা জয় করে নতুন পৃথিবীতে নারীর সুন্দর জীবনের জন্য এমন উপলব্ধির আর কোনো বিকল্প নেই যে!

লকডাউনে তারকারা ওয়েবমুখী

লকডাউনের কারণে গৃহবন্দী বলিউড তারকারা এখন আরও বেশি ওয়েবমুখী। জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ, লারা দত্ত, আনুশকা শর্মা, মনীষা কৈরালাসহ বেশ কয়েকজন তারকার ওয়েব সিরিজ সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে এবং শিগগিরই পেতে চলেছে। লিখেছেন দেবারতি ভট্টাচার্য।

গত ২৭ মার্চ মুক্তি পেয়েছে মনীষা কৈরালা অভিনীত ওয়েব সিরিজ মাস্কা। ভারতে লকডাউনের শুরুর দিকেই নেটফ্লিক্স এই সিরিজটি নিয়ে আসে। যদিও মনীষা ডিজিটাল দুনিয়ায় লাস্ট স্টোরিজ দিয়ে আগেই পা রেখেছিলেন। তবে সেটা ছিল সিনেমা। আর এটা মা-ছেলের সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে একটা আস্ত সিরিজ। মনীষা কৈরালা অভিনীত সিরিজটি ঘিরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। নীরজ উধওয়ানি পরিচালিত এই সিরিজে আরও অভিনয় করেছেন জাভেদ জাফরি, প্রীত কামানি, নিকিতা দত্ত ও শার্লে শেটিয়া।

১ মে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে এক রুদ্ধশ্বাস সিরিজ মিসেস সিরিয়াল কিলার। এতে বাড়তি আকর্ষণ বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। তাঁকে এই ছবিতে এক ভিন্ন চরিত্রে দেখা যাবে। এর আগে ড্রাইভ ছবির মধ্য দিয়ে ডিজিটাল দুনিয়ায় অভিষেক হয় জ্যাকুলিনের। এবার সিরিজে অভিষেক হলো মিসেস সিরিয়াল কিলার দিয়ে। শিরিশ কুন্দ্র পরিচালিত এই সিরিজের পরতে পরতে রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা। এতে জ্যাকুলিনের স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন মনোজ বাজপেয়ি। এই সিরিজের মাধ্যমে আমির খানের ভাগনে জায়নের অভিনয়জগতে অভিষেক হয়েছে।

আমাজন প্রাইম ভিডিও সম্প্রতি বেশ প্রতীক্ষিত ওয়েব সিরিজ পাতাল লোক-এর টিজার প্রকাশ করেছে। এর প্রযোজক অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা। সিনেমার পর এটাই আনুশকা প্রযোজিত প্রথম সিরিজ। টিজারেই সবার প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছে পাতাল লোক। রহস্য, রোমাঞ্চে ভরা এই ওয়েব সিরিজে ভারতীয় আধুনিক সমাজের পাশাপাশি রাজনীতির জগৎকেও তুলে ধরবে। এই সিরিজের কাহিনিকার সুদীপ শর্মা এর আগে উড়তা পাঞ্জাব এবং এনএইচ টেন-এর মতো ছবির গল্প লিখেছেন। পাতাল লোক আমাজন প্রাইমে মুক্তি পাবে আগামীকাল। গুল পানাগ, নীরজ কাবি, অভিষেক ব্যানার্জি অভিনয় করেছেন এতে।

নিম্নমধ্যবিত্ত তরুণী নেত্রা পাটিলের হাতে আয়ু আছে মাত্র ১০০ দিন। ক্যানসারে আক্রান্ত তিনি। আর এই সময়ে তাঁর দেখা হয় পুলিশ কর্মকর্তা সৌম্যয়া শুক্লার সঙ্গে। সৌম্যয়া তাঁর হাতিয়ার হিসেবে নেত্রাকে ব্যবহার করেন। নেত্রার জীবনের শেষ ১০০ দিন কাটে অন্যভাবে। হটস্টার-এ সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে হানড্রেড ওয়েব সিরিজটি। বলিউড অভিনেত্রী লারা দত্ত হানড্রেড-এ সৌম্যয়া শুক্লার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। মারাঠি জনপ্রিয় অভিনেত্রী রিংকু রাজগুরু নেত্রার চরিত্রে অভিনয় করে সবার মন জয় করেছেন।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে পরামর্শ

কেউই করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকিমুক্ত নয়। তবে বয়স্ক, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস, হাঁপানি, কিডনি রোগীদের এ ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি। এ ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে করোনার তীব্রতা ও জটিলতার আশঙ্কাও বেশি থাকে।

করোনাভাইরাস বিশেষ একধরনের প্রোটিনের সাহায্যে ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়। ওই বিশেষ প্রোটিন হৃদ্‌যন্ত্রের কোষে, রক্তনালির ভেতরের দেয়ালে এবং কিডনির ক্ষুদ্র রক্তনালিতেও থাকে। তাই ফুসফুসে সংক্রমণের পাশাপাশি ভাইরাসটি হৃদ্‌যন্ত্রকেও আক্রমণ করতে পারে। তাই যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে, তাদের এই সময় খুব সতর্ক থাকতে হবে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে, তাদের জন্য কিছু জরুরি পরামর্শ:

১. নিয়মিত বাড়িতে রক্তচাপ মাপুন।

২. উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের অভ্যাসগুলো সঠিকভাবে মেনে চলুন। যেমন

খাবারে বাড়তি লবণ পরিহার করুন। আনুষঙ্গিক লবণ ও লবণাক্ত খাবার যেমন সালাদে ও কাঁচা ফলের সঙ্গে লবণ, বিট লবণ, আচার, চানাচুর, সয়াসস, টেস্টিং সল্ট, শুঁটকি, প্রক্রিয়াজাত খাবার ইত্যাদি বাদ দিতে হবে।

এড়িয়ে চলুন অতিরিক্ত তেলে ভাজা খাবার। প্রচুর পরিমাণে টাটকা শাকসবজি ও ফলমূল প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় রাখুন। বাড়িতে থাকলেও প্রতিদিন কমপক্ষে আধঘণ্টা হালকা ব্যায়াম করুন।

দিনে ৩-৪ কাপের বেশি কফি নয়।

পর্যাপ্ত ঘুম দরকার। রাত জেগে টিভি, মুঠোফোন, কম্পিউটারে সময় না কাটানোই ভালো। তাতে ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে।

ধূমপান চিরতরে বর্জন করুন।

৩. উচ্চ রক্তচাপের জন্য কোনো ওষুধ সেবন করলে তা নিয়মিত চালিয়ে যান (রক্তচাপ ৯০/৬০ মিমির কম মাত্রায় নেমে যাওয়া ছাড়া)।

৪. কোনো সমস্যা হলে প্রয়োজনে টেলিফোনে আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

৫. অন্তঃসত্ত্বা নারীদের বাড়িতে নিয়মিত রক্তচাপ মাপতে হবে।

আগামীকাল পড়ুন: ধূমপান ছাড়তে হবে এখনই

মেহেদির বর্ণিল নকশায়

হাতজুড়ে মেহেদি না পরলে ঈদের আনন্দ যেন পূর্ণতা পায় না। এবার ঈদে ঘরে থেকেই মেহেদি পরার ছোট আয়োজন করতে পারেন। প্রতিবছর মেহেদির নকশায় দেখা যায় ভরাট কারুকাজ। তবে এবার নকশা হবে একেবারেই হালকা। ঘরে বসে মেহেদি পরা হবে তাই কারুকাজও বাছাই করতে হবে তেমন। ইউটিউবে সহজ কিছু নকশা দেখেই মেহেদি পরা যাবে। নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মানলে রংও হবে গাঢ়, বললেন মেহেদি বাই আফসানার নকশাবিদ আফসানা আফরোজ।

মেহেদির বিভিন্ন নকশার মধ্যে কিছু হালকা নকশাও রয়েছে। মানডালা এমনই একটি নকশা। যা খুবই পরিচিতি ও পুরোনো। হাতে তালুতে বা হাতের ওপরে গোল আকৃতির এই নকশা করা যাবে। আঙুলে থাকতে পারে হালকা কারুকাজ। আবার চাইলে লতা আকারেও পরা যাবে মানডালা নকশা। এ ছাড়া রয়েছে অনেক ধরনের স্টিক বা লতা নকশা। এ ধরনের নকশা সাধারণত লতার মতো করে এক আঙুলে পরা হয়। তবে একটু ভরাট চাইলে দুই বা তিন আঙুলে অনায়াসেই পরা যায়। হালকা ধরনের মেহেদি নকশা হলো গোলফ হেনা। এ ধরনের নকশায় হাতের কিছু কিছু জায়গায় নকশা করা হয়। যাঁদের হাত একটু গোল বা ভরাট তাঁরা এই নকশা পরতে পারবেন সহজেই।সব হাতে সব ধরনের নকশা মানাবে না। সরু হাতে একটু ভরাট নকশাই ভালো লাগে আর ভারী হাতের জন্য গোলফ হেনা মানানসই। যদি ভরাট নকশা করতে হয় সে ক্ষেত্রে চিকন ও মোটাদুই ধরনের লাইন ব্যবহার করতে হবে। তা না হলে হাত আরও চওড়া লাগবে। লম্বা হাতের জন্য আদর্শ মানডালা নকশা।ছোটদের হাতে প্রাকৃতিক মেহেদি দেওয়াই ভালো। নকশা হিসেবে বেছে নিতে হবে বড় আকারের ফুল বা মানডালা নকশা। সঙ্গে ঈদের আমেজ আনতে চাঁদ—তারা আঁকা যেতে পারে।

গাঢ় লাল রঙের জন্য মেহেদি রাতে দেওয়াই ভালো। তবে দিনের বেলা দিলে অবশ্যই ২৪ ঘণ্টা পানি ধরা যাবে না। টিউব মেহেদি দেওয়ার পর শুকিয়ে এলে লেবু ও চিনি পানি দিলে গাঢ় লাল রং পাওয়া যাবে।

চটজলদি ফেসিয়াল

এবারের ঈদের সবকিছুই আলাদা। পরিবারের সঙ্গেই কাটবে মুহূর্তগুলো। এটাই সবচেয়ে বড় উপহার চলতি সময়ে। সাধারণত রমজান মাসের শেষ সপ্তাহে সৌন্দর্যচর্চাকেন্দ্রগুলোতে ভিড় থাকত বেশ। এ চিত্র এবার নেই বললেই চলে। ঈদের বাহানায় না হলেও নিজের জন্য ত্বকের যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন রূপবিশেষজ্ঞরা। বাড়িতে রাত-দিন কাটালেও ত্বকের ওপর প্রভাব পড়ছে। হাতের কাছে থাকা উপকরণ দিয়ে ত্বকের যত্ন, এমনকি ফেসিয়াল করে ফেলা যায়। সেই নিয়ম জানালেন রূপবিশেষজ্ঞ আফরোজা পারভীন।

তৈলাক্ত ত্বক থেকে তেল সরানো, লোমকূপের কোষ পরিষ্কার করা, নিস্তেজ ভাব দূর করার মতো কাজে সহায়তা করবে ফেসিয়াল। যেকোনো একটা ময়েশ্চারাইজার ক্রিম দিয়ে খুব ভালো করে মুখ মালিশ করে নিতে হবে দুবার। দুবারই পাঁচ মিনিট ধরে মালিশ করতে হবে। ১০ মিনিট পরে ঠান্ডা পানিতে ভেজানো তোয়ালে দিয়ে মুখের ত্বক মুছে ফেলুন।

এরপর পালা স্ক্রাবিংয়ের। সুজি না থাকলে চাল ভিজিয়ে আধাভাঙা করে সুজির মতো বানিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন আফরোজা পারভীন।

এর সঙ্গে শসার রস, টক দই মিলিয়ে দুই থেকে তিন মিনিট মালিশ করে ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ মুছে ফেলতে হবে। এবার প্যাকের ব্যবহার। ফ্রিজে যেসব সবজি বা ফল থাকে, সেসবই প্যাক হিসেবে দারুণ কাজ করে। মসুরের ডালের পেস্ট, কমলার রস বাড়িতে থাকা খানিকটা উপটান মেলানো প্যাক ১৫ মিনিটের জন্য চেহারার সঙ্গী হয়ে যাক। ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম বা তেল দিয়ে মালিশের কাজটি সহজেই করা যাবে। নারকেল তেল বা বেবি অয়েল দিয়েও কাজটি করতে পারেন। পাঁচ মিনিট মালিশ করার পর আবার পাঁচ মিনিট মালিশ করুন। কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

একই নিয়মে স্ক্রাবার বানিয়ে নিতে পারেন। আধাভাঙা চালের সঙ্গে মিলিয়ে নিন টমেটোর রস, সঙ্গে টক দই। দুই-তিন মিনিট মালিশ করে ধুয়ে ফেলুন কুসুম গরম পানি দিয়ে।

এবার আসি প্যাক বানানোর ক্ষেত্রে। পাকা কলা, দুধের সরসহ অল্প দুধ ও পাকা পেঁপে ব্লেন্ড করে এক চামচ ময়দাও ব্যবহার করা যায়। পুরোটা মিশিয়ে মুখে ব্যবহার করতে পারেন। ১৫ মিনিট পরে কুসুম গরম পানি দিয়ে মুছে ফেলতে হবে।

তেল অথবা ময়েশ্চারাইরিং ক্রিম দিয়ে প্রথমে মালিশ করে নিতে পারেন পাঁচ মিনিট করে দুবার। চালের গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া এবং টক দই মিশিয়ে স্ক্রাবার বানিয়ে দুই থেকে তিন মিনিট মালিশ করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। ময়দা, কাঁচা দুধ ও ডিমের সাদা অংশ ভালোভাবে মিশিয়ে চেহারায় লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দিন। সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের সংবেদনশীলতাও কমে যাবে, ত্বকও ভালো থাকবে।

রবিবার আগরতলায় এসইউসিআই ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

গরু পাচারকারী ধরতে গিয়ে নিহত পুলিশ জওয়ান রবেনের নিকটাত্মীয়কে পাঁচ লক্ষ টাকার সাহায্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চর কুকুরমারা গ্রামে গতকাল রাতে গরু পাচারকারীদের ধরতে গিয়ে খালে পড়ে সেকেন্ড লাইন ব্যাটালিয়নের কনস্টেবল রবেন দাসের অকালমৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে প্রয়াতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। পাশাপাশি নিহত রবেন দাসের নিকট আত্মীয়কে পাঁচ লক্ষ টাকা সাহায্যেরও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প, পরিবহণ এবং সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারিকে বরপেটা জেলার সর্থেবাড়ি থানার অন্তর্গত হাথিনাপুরে অবস্থিত নিহত পুলিশ জওয়ান রবেন দাসের বাড়িতে গিয়ে প্রয়াতের পরিবারবর্গের খোঁজখবর নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া জেলার সাধারণ এবং পুলিশ প্রশাসনকে দুর্ঘটনায় নিহত পুলিশ জওয়ানের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ দিয়েছেন সনোয়াল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার মানকাচর থানা এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চর কুকুরমারা গ্রামে গতকাল রাত প্রায় দুটা নাগাদ পুলিশ এবং সেকেন্ড লাইন ব্যাটালিয়ন যৌথভাবে গরু পাচারকারীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে জলাশয়ের জলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন রবেন দাস।

অন্যদিনের মতো গতকাল রাতেও মানকাচর থানার পুলিশের এক দল ঝালোরচরে অবস্থিত সেকেন্ড লাইন ব্যাটালিয়নের সহযোগিতায় গরুর চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান চালায়। রাত প্রায় দুটা নাগাদ কুকুরমারা গ্রামের বুক চিরে সংস্থাপিত কাঁটাতারের এপারে কয়েকটি গরু নিয়ে পাচারকারীর এক দল যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় অভিযানকারী যৌথবাহিনীর মুখোমুখি হয় গরু পাচারকারীরা। কিন্তু পাচারকারীরা পুলিশ দলের মুখোমুখি হতেই দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাদের ধরতে পুলিশ ও ব্যাটালিয়নের দলও ধাওয়া করে। ইত্যবসরে ব্যাটালিয়নের কনস্টেবল রবেন দাস খালে পড়ে নিখোঁজ হয়ে যান। তাঁকে উদ্ধার করতে যৌথবাহিনী ব্যস্ত হয়ে পড়ার সুযোগে গরু পাচারকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

এদিকে ঘটনাস্থলে এসডিআরএফ বাহিনী গিয়ে আজ রবিবার ভোররাতের দিকে খাল থেকে কনস্টেবল রবেনের মৃতদেহ উদ্ধার করে। মানকাচর পুলিশ নিহত রবেন দাসের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য ধুবড়ি অসামরিক হাসপাতালে পাঠায়। ময়না তদন্তের পর নিহত রবেনের মৃতদেহ তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

থমথমে কাছাড়ের অসম-মিজোরাম সীমান্তে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের গৃহসচিব জ্ঞানেন্দ্র, শান্তি বজায় রাখার আহ্বান মন্ত্রী পরিমলের

ধলাই (অসম), ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : কাছাড় জেলার লায়লাপুরে অসম-মিজোরাম আন্তঃরাজ্য সীমান্ত এলাকায় মিজো আগ্রাসনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। শনিবারের হিংসাত্মক ঘটনাবলির পর পরিস্থিতির সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আজ রবিবার রাজ্যের গৃহসচিব জ্ঞানেন্দ্র ত্রিপাঠি ঘটনাস্থল খুলিছড়া এবং লায়লাপুরে যান। গৃহসচিব এবং এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য সর্বাবস্থায় শান্তি বজায় রাখতে সেখানকার বাসিন্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

অসমের জমিতে অনধিকার বাড়িঘর তৈরি করার প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ফলেই রণংদেহী রূপ ধারণ করে মিজো দুর্বৃত্তরা। মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র হিংসাত্মক কার্যকলাপ। দেখা দেয় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির। শনিবার আচমকা মিজো পুলিশের প্রত্যক্ষ মদতে মিজো দুর্বৃত্তরা অসমের খুলিছড়া ও লায়লাপুর এলাকায় জমি জবরদখল করে। কিন্তু মিজোদের বেআইনি জমি দখলের কার্যকলাপকে প্রতিহত করতে অসম ভূখণ্ডের জনতা এগিয়ে যেতেই ঘটে বিপত্তি। অসম ভূখণ্ডে বিদ্যমান মানুষের বাড়িঘর, সুপারি বাগান প্রভৃতিতে ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে মিজো দুর্বৃত্তরা। মিজোদের পরিকল্পিত সশস্ত্র আগ্রাসনে বেকায়দায় পড়েন কাছাড়ের বাসিন্দারা। ধারালো অস্ত্র, লাঠি দা প্রভৃতির আঘাতে মারাত্মক জখম হয়েছেন লায়লাপুরের বাসিন্দা নিজাম উদ্দিন (৩৪)। এছাড়া কম করে আরও ৪৫ জন জখম হয়েছেন। নিজাম উদ্দিনের অবস্থা সংকটজনক থাকায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জখম ব্যক্তিদের মধ্যে হরমনা আহমেদ (৫০), বাবুল হুসেন (৫৫), আমির উদ্দিন (৩২), মনা উদ্দিন (৩৬), মুজাক্কির হুসেন (৪১)-দের নাম জানা গেছে। জখম ব্যক্তিরা শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও অন্যান্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্য জখম ব্যক্তিদের নাম জানা যায়নি। এদিকে উভয় পক্ষের ক্ষুব্ধ জনতার হিংসাত্মক ঘটনাবলির জন্য থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে লায়লাপুরে। লায়লাপুর সীমান্তের ওপারে মিজোরামের অসংখ্য পুলিশ ফোর্স ও মিজো দুর্বৃত্তদের রণংদেহী অবস্থানে তীব্র আতঙ্ক তাড়া করছে এপারের কাছাড়ের বাসিন্দাদের। যে কোনও সময় পরিস্থিতি বিগড়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও কাছাড় জেলা প্রশাসন ও অসম পুলিশ এবং প্রচুর নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা টহলদারিতে নিয়োজিত রয়েছেন। গতকাল রাতে আচমকা মিজো দুর্বৃত্তদের আক্রমণে প্রায় ১৩টি বাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এছাড়া বেশ কয়েকটি সুপারি বাগান তছনছ করেছে তারা। ফলে অসমের কাছাড় জেলার অনেক বাসিন্দার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে জনৈক ময়মুননেসা গ্রামে খেতের জমি ক্রয় করার জন্য নিজের গরু বিক্রি করে নগদ দুই লক্ষ টাকা ঘরে জমায়েত রেখেছিলেন। তার ঘরও জ্বালিয়ে দেওয়ায় নগদ দুই লক্ষ টাকা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বলে ওই মহিলা জানিয়েছেন। এছাড়া আজির উদ্দিন, মাতাবুর রহমান, নজরুল ইসলাম, ময়নারুননেসা, সমুরুননেছা, তোয়াকুল হুসেন মজুমদার, নিবাস দাস, শিপ্রা রায়দের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বাগান তছনছ করা হয়েছে।

এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের নির্দেশে ঘটনাস্থলে ছুটে যান বন ও পরিবেশ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। তিনি কাছাড়ের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের খোঁজখবর নিয়েছেন এবং প্রশাসনের উপর ভরসা রাখতে সকলের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। সরকার জমি জবরদখলের বিষয়টি নিয়ে উভয় রাজ্যের উচ্চপর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করবে বলে জানান মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। জেলা প্রশাসন ও জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের তরফে স্থানীয় ৬৭১ নম্বর লায়লাপুর এলপি স্কুলে অস্থায়ী শরণার্থী শিবির স্থাপন করা হয়েছে। বাড়িঘর জ্বলে যাওয়া পরিবারের লোকজন ওই শিবিরে আশ্রিত হয়েছেন। একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত লোক তাঁদের নিকট আত্মীয়দের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

অসম-মিজোরাম সীমান্তের শেওরারথল গ্রাম পঞ্চায়েতের খুলিছড়ায় মিজো আগ্রাসনকে কেন্দ্র করে তীব্র হিংসাত্মক ঘটনার প্রেক্ষিতে খুলিছড়া ও লায়লাপুর এলাকার সামগ্রিক খোঁজ নিতে রবিবার সরজমিনে পৌঁছেন অসমের গৃহসচিব জ্ঞানেন্দ্র ত্রিপাঠি।

তিনি সীমান্তের ঘটনাস্থলে গিয়ে সামুহিক খবর নিতে স্থানীয় লোকজনদের সাথে কথা বলেন। ক্ষতিগ্রস্ত ও জখমদের আশ্বস্ত করে বলেন, সরকার সীমানা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করবে এবং বর্তমানে এলাকার শান্তি বজায় রাখতে পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের পক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। জনগণের ভয়ের কোনও কারণ নেই। এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের নিয়োজিত করা হয়েছে। গৃহসচিব জ্ঞানেন্দ্র ত্রিপাঠির সঙ্গে ছিলেন কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি, ডিআইজি দিলিপকুমার দে, অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব রায়, সোনাই সার্কল অফিসার সুদীপ নাথ, জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের আধিকারিক বিপ্রজিৎ পালচৌধুরী, পুলিশ সুপার বানোয়ারিলাল মিনা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জগদীশ দাস, ডিএসপি (হেড কোয়ার্টার) ভার্গব গোস্বামী, ধলাই থানার ওসি ইন্সপেক্টর সাহাব উদ্দিন বড়ভূইয়াঁ প্রমুখ। বর্তমানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ঘেরাটোপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে দাবি করছেন পুলিশ কর্তারা।

সুরক্ষা বিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গড়িয়াহাটে দেদার চলছে পুজোর কেনাকাটা

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি স): হাতে গুনে আর মাত্র কয়েকদিন। কারণ ক্যালেন্ডার বলছে আজ রবিবার দ্বিতীয়া। আর আজকের রবিবারই পুজোর আগে শেষ রবিবার। পুজোর আগে পুজোর কেনাকাটা করতে উপচে পড়া ভিড় গড়িয়াহাটে।

করোনা আবহে হচ্ছে এই বছরের পুজো। চিকিৎসকরা বারবারই বলছেন করোনা সংক্রমণ এড়াতে গেলে বজায় রাখতে হবে দূরত্ব পড়তে হবে মাস্ক। কিন্তু পুজোর দিন এগিয়ে আসতেই সেই সমস্ত সুরক্ষা বিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেদার ভিড় গড়িয়াহাটে। দরদাম করে চলছে কেনাবেচা। কারুর মুখে মাস্ক আছে তো বেশিরভাগ কারুর মুখেই মাস্ক নেই।

যদিও চলতি বছর করোনা আবহে হকার মার্কেট গুলোতে ছিল না পুজোর ভিড়। যদিও পুজোর দিন এগিয়ে আসতেই ভিড় হয়েছে। আর হাঁসি ফুটেছে ক্রেতাদের মুখেও। ক্রেতা থেকে বিক্রেতা সকলেই করোনা বিধী কে ভুলে গিয়ে দেদার চলছে কেনাবেচা।

মানকাচরের ভারত-বাংলা সীমান্তে পাচারকারী ধরতে গিয়ে পুলিশ জওয়ানের মৃত্যু, দুটি গরু উদ্ধার

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার মানকাচর থানা এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চর কুকুরমারা গ্রামে গতকাল রাত প্রায় দুটা নাগাদ পুলিশ এবং সেকেন্ড লাইন ব্যাটালিয়ন যৌথভাবে গরু পাচারকারীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে জলাশয়ের জলে পড়ে জনৈক জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। নিহত জওয়ানকে সেকেন্ড লাইন ব্যাটালিয়নের কনস্টেবল রবেন দাস বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অস্বাভাবিকভাবে গরুর চোরাকারবার বেড়েছে। এই পরস্থিতির জন্য জেলার প্রায় প্রতিটি থানার পুলিশ প্রতিদিন দিনে ও রাতে গরুর চোরাকারবারির বিরুদ্ধে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে শুরু করে কাঁটাতারের বেড়া সংলগ্ন সীমান্তে অভিযান চালাচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনের মতো গতকাল রাতেও মানকাচর থানার পুলিশের এক দল ঝালোরচরে অবস্থিত সেকেন্ড লাইন ব্যাটালিয়নের সহযোগিতায় যৌথ অভিযান চালায়। রাত প্রায় দুটা নাগাদ কুকুরমারা গ্রামের বুক চিরে সংস্থাপিত কাঁটাতারের এপারে কয়েকটি গরু নিয়ে পাচারকারীর এক দল যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় অভিযানকারী যৌথবাহিনীর মুখোমুখি হয় গরু পাচারকারীরা। কিন্তু পাচারকারীরা পুলিশ দলের মুখোমুখি হতেই দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাদের ধরতে পুলিশ ও ব্যাটালিয়নের দলও ধাওয়া করে। ইত্যবসরে ব্যাটালিয়নের এক কনস্টেবল রবেন দাস একটি খালে পড়ে নিখোঁজ হয়ে যান। তাঁকে উদ্ধার করতে যৌথবাহিনী ব্যস্ত হয়ে পড়ার সুযোগে গরু পাচারকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

এদিকে ঘটনাস্থলে এসডিআরএফ বাহিনী গিয়ে আজ রবিবার ভোররাতের দিকে খাল থেকে কনস্টেবল রবেনের মৃতদেহ উদ্ধার করে। মানকাচর পুলিশ নিহত রবেন দাসের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য ধুবড়ি অসামরিক হাসপাতালে পাঠায়। ময়না তদন্তের পর নিহত রবেনের মৃতদেহ তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের দল পাচারকারীদের ধরতে পারেনি। তবে ঘটনাস্থল থেকে বুক-পেট ও পিঠ জড়িয়ে রশি বাঁধা অবস্থায় দুটি গরু উদ্ধার করেছে। গরু দুটির পিঠে রশি বাঁধা থাকায় ধারণা করা হচ্ছে, মানকাচরে কাঁটাতারের বেড়ার ওপর দিয়ে বাঁশের ঢেকির মাধ্যমে এখনও ওপাড়ে বাংলাদেশে গরু পাচার অব্যাহত আছে। এ ক্ষেত্রে সীমান্তে নিয়োজিত বিএসএফের কাজকর্ম নিয়ে ভিন্ন মহলে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): বাংলাদেশের আসন্ন স্বাধীনতা দিবস (২৯২১ সালের ২৬ মার্চ)-এর উদযাপন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার একথা জানিয়েছেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ডক্টর এ কে আবদুল মোমেন।

রবিবার ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনে বৈঠক সেরে বেরিয়ে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ডক্টর এ কে আবদুল মোমেন সাংবাদিকদের জানান, 'আমরা ওঁকে (নরেন্দ্র মোদী) আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং ভারত সরকার তাতে নীতিগত ভাবে রাজি হয়েছে। আমাদের জয় মানেই ভারতের জয়। আমাদের উচিত একসঙ্গে এই দিনটি পালন করা।'

এ ছাড়া তিনি জানিয়েছেন, আগামী ১৬ অথবা ১৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভার্চুয়াল বৈঠক হবে। তবে সেই আলোচনা সৌজন্যতামূলক হবে বলেই জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী।

এ দিন ভারতীয় হাই কমিশনার ডোরাইস্বামীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে বলেও জানিয়েছেন মোমেন। বিশেষ করে লাইন অফ ক্রেডিট নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সদর্থক আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এ ছাড়া সীমান্তে প্রাণহানি নিয়েও তাঁদের কথা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মোমেন। সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন বিষয়ে আরও আলোচনা হবে বলে তিনি জানান।

ভারতে ৯.৪২ কোটি করোনা-টেস্ট, সুস্থতা বেড়ে ৮৮.০৩ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): দ্রুততার সঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৯.৪২ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৯,৪২,২৪,১৯০-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৯.৭০ লক্ষ করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৭ অক্টোবর (শনিবার সারা দিনে) ভারতে ৯,৭০,১৭৩টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ৯,৪২,২৪,১৯০টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ ভাইরাসকে হারিয়ে ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছেই। একইসঙ্গে কমছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে মোট আক্রান্তের ৮৮.০৩ শতাংশ করোনা-রোগী ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৭,৯৫,০৮৭ (১০.৭০ শতাংশ)। ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা ১,১৪,০৩১ জনে পৌঁছেছে।

শারীরিক অবস্থার উন্নতি, জেনারেল বেডে দেওয়া হল দিলীপ ঘোষকে

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি স) : শারীরিক অবস্থার আরও কিছুটা উন্নতি রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের। এইচডিইউ থেকে জেনারেল বেডে দেওয়া হয়েছে দিলীপ ঘোষকে এমনটাই খবর রবিবার বিকেলে আমরি হাসপাতালের তরফে বুলেটিন তরফে।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, ধীরে ধীরে সুস্থতার পথে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বর্তমানে দিলীপ ঘোষের জ্বর নেই। তাপমাত্রা স্বাভাবিক রয়েছে। আপাতত স্থিতিশীল রাজ্য বিজেপি সভাপতির শারীরিক অবস্থা। প্রসঙ্গত,গত কয়েক দিন ধরেই জ্বরে ভুগছিলেন দিলীপ ঘোষ। তাই নিজের বাড়িতেই তিনি আইসোলেশনে চলে গিয়েছিলেন। কোনও কর্মসূচিতে অংশ নেননি। বাড়ি থেকে কয়েক দিন বেরোননি। এরপর শুক্রবার করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে দিলীপ ঘোষের। এরপরেই ১০২ জ্বর নিয়ে সল্টলেক আমরি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় রাজ্য বিজেপি সভাপতিকে। আগের থেকে বর্তমানে সুস্থ আছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি।

আইন শৃঙ্খলা নিয়ে অমিত শাহ কে পাল্টা নিশানা ডেরেক ও ব্রায়েনের

কলকাতা, ১৮অক্টোবর (হি. স.): রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট দিয়ে তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন পাল্টা বিধলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমিত শাহকে। ডেরেক বলেন, "অমিত শাহের উত্তরপ্রদেশ, গুজরাতের দিকে নজর দেওয়া উচিত।"

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক সাক্ষাৎকারে পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃংখলার পরিবেশ নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলে দেন। সেই প্রেক্ষিতেই এদিন টুইট করে তার জবাব দিলেন ডেরেক ওব্রায়ান। তিনি পাল্টা কটাক্ষ করে বলেন, "রাজনৈতিক হত্যা অমিত শাহ ভালোই বোঝেন।"

একুশের ভোটের আগে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের পক্ষে এবার সরাসরি সওয়াল করে রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিলেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর মতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ বিরোধীদের। শাসকের হাতে অত্যাচারিত হতে হচ্চে বিরোধীদের। বিজেপির বাংলার নেতাদের একাংশের দীর্ঘদিনের দাবি, এরাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রয়োজন। রাজ্য বিজেপির কয়েকজনের সেই দাবিকেই এবার খুল্লমখুল্লা সমর্থন করেন অমিত শাহ। তাঁর কথায় আস্ফান থেকে অস্ত্র কারখানার হদিশ সহ রাজ্য সরকারের একাধিক দুর্নীতি সেই পথই দেখাচ্ছে।

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ

প্রায় ৪ হাজার বেড়ে ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯৮৩ জন

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি. স.): ধীরে ধীরে নয় বরং বেশ দ্রুত গতিতেই পশ্চিমবঙ্গে দৈনিক সংক্রমণ এগোচ্ছে । প্রায় চার হাড়ার বেড়ে ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯৮৩ জন। যা এ পর্যন্ত দৈনিক সংক্রমণে রেকর্ড। পুজোর আগে কিভাবে সংক্রমণ বৃদ্ধি স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তা বাড়াচ্ছে রাজ্যবাসীর। উৎসবের মরসুমে যদি লাগাম টানা যায় সেক্ষেত্রে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা আরো হুহু করে বৃদ্ধি পাবে তা বলার অবকাশ রাখে না।

এদিকে সংক্রমণ বাড়ার পাশাপাশি গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে কমল সুস্থতার হার। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩১১৩জন। মৃত্যু হয়েছে ৬৪ জনের। এদিকে ফের বেড়েছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৮.০৪শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। রবিবারবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩হাজার ২৭জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩লাখ ২১হাজার ৩৬জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ২লাখ ৮১হাজার ৫৩জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৬০৫৬জনের। এদিকে ফের কমেছে রাজ্যে সুস্থতার হার। এখন রাজ্যে সুস্থতার হার ৮৭.৫৫ শতাংশ।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতা শহরেও রেকর্ড সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। ৮১৩ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন কলকাতায়। তাই শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯হাজার ৮৪৪টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৮৭জন সুস্থ হয়ে উঠছেন।

তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৬০হাজার ৬৯৮জন। গত ২৪ ঘন্টায় মারা গেছে শহরে ১৩জন। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৯৮৪জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৭৩৬২জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চবিবশ পরগনা। তবে এদিন কলকাতার থেকেও বেশি সংখ্যক মানুষ সংক্রমিত হয়েছেন এই জেলায়।

একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৩৮ জন।

সুস্থ হয়ে উঠছেন ৬৪৮জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৩ হাজার ৫২০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৯লাখ ৯১হাজার ২৭০টি। এখন রাজ্যে ৯২টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

খাস কলকাতায় উদ্ধার ৪৮ কেজি গাঁজা

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি স): একদিকে করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। এরই মাঝে শহরে রাতের অন্ধকারে বেড়েছে পুলিশি তৎপরতা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার গভীর রাতে খাস কলকাতা থেকে উদ্ধার ৪৮ কেজি গাঁজা। ঘটনার সঙ্গে জড়িত দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার অভিযুক্তদের পেশ করা হয়েছে আদালতে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাজারহাটের হারোয়া খাল এলাকায় হানা দিয়ে একটি বাইক বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। পাশাপাশি বাইকের দুই আরোহীকে আটক করে। তাদের মধ্যে একজন ঝন্টু দাস মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা ও মিলন মন্ডল নিউটাউনের বাসিন্দা ওই দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের কাছে বস্তা ছিল সেই বস্তার মধ্যে থেকেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ গাঁজা। পাশাপাশি গাঁজা বিক্রির টাকাও উদ্ধার করে পুলিশ। এদের সঙ্গে কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আজ রবিবার ধৃতদের বারাসাত কোর্টে পেশ করা হয়। পেশ করে অভিযুক্তদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় পুলিশ।

রবিবার আগরতলয়া আয়োজিত শিক্ষক দিবসে সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণানেন প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি- নিজস্ব।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরের ভর্তি প্রক্রিয়া গড়াতে পারে নভেম্বরও

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি. স.): করোনা পরিস্থিতিতে সবকিছুই পিছিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের ভর্তির প্রক্রিয়া গড়াতে পারে নভেম্বর মাস পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর এমনটাই। উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের তরফে অক্টোবরের মধ্যেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে তা সম্ভব হচ্ছে না কোনোভাবেই। সেই কারণে ভর্তির প্রক্রিয়া নভেম্বর মাসে চলতে পারে বলে ইঙ্গিত দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। দেখা যাচ্ছে, একাধিক বিভাগে ভর্তির প্রক্রিয়া এখনও থমকে রয়েছে। বেশকিছু বিভাগে মেধাতালিকা বেরোলেও ভর্তির প্রক্রিয়া তেমনভাবে শুরুই হয়নি। কলা বিভাগের প্রথম মেধা তালিকা বেরোলে সেখানে কিছু পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে। দ্বিতীয় মেধা তালিকা ভর্তি প্রক্রিয়া সবে শুরু হলেও গতকাল শনিবার থেকেই পুজোর ছুটি পড়ে গিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফলে থমকে গিয়েছে ভর্তি প্রক্রিয়া।

অন্যদিকে, বিজ্ঞান বিভাগে মেধা তালিকা প্রকাশিত হলেও ভর্তি প্রক্রিয়া কিছুই এগোয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কাউন্সেলিং শেষ না করে বিজ্ঞান শাখায় পড়ুয়াদের ভর্তি নেওয়া সম্ভব নয়। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অনেকেই কাউন্সেলিং এর সুযোগ না পেলেও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে চান। সে ক্ষেত্রে আবার অনেকেই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়ে যেতে পারলে বিজ্ঞান শাখায় আবার ভর্তি হন না। এই বিষয়গুলি মাথায় রেখেই বিজ্ঞানের ভর্তি প্রক্রিয়া এখনও চালু করা যায়নি।

ফলে এই একাধিক সমস্যার জেরে অক্টোবরের ৩১ তারিখের মধ্যে কোনও ভাবেই ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করা সম্ভব নয় বলে ইঙ্গিত দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সে কারণেই স্নাতক স্তরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া চলতে পারে নভেম্বর মাস পর্যন্ত।

নতুন করে নিহত ১৪ বাংলাদেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫৬৬০ জন

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর (হি. স.): ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনার সংক্রমণ। প্রত্যেকদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা।বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১২৭৪।নিহত ১৪। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮৮৫৬৯।মৃতের সংখ্যা ৫৬৬০।

বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১১৮৬৬। সবমিলিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৩০৩, ৯৭২। শুধুমাত্র রবিবারের সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৬৭৪।দেশের প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে করোনায় সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৭৮.২৩ শতাংশ। সেখানে মৃত্যুর হার ১.৪৬ শতাংশ।

বকুল বাগান পুজো মণ্ডপে বন্ধ হয়ে যাওয়া রংয়ের কারখানার দ্বার খুললেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা,১৮ অক্টোবর (হি স): আজ রবিবার দ্বিতীয়া। পুজো একেবারেই দোরগোড়ায় তা বলাই বাহুল্য। আর তাই একে একে পূজা প্যান্ডেলের উদ্বোধন হচ্ছে। রবিবার বকুল বাগান পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চলতি বছর করোনা আবহে সবকিছুই যেন ওলট পালট হয়ে গিয়েছে। লকডাউনের জেরে অনেকের পকেটেই ধরেছে টান। আর্থিক সঙ্কটে ভুগছে অনেকেই। আর তাই এবার বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতিকে বকুলবাগান সর্বজনীন তাদের প্যান্ডেলে তুলে ধরেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ট্রফি নিয়ে ফিরতে সবুজ মেরুনকে শুভেচ্ছা বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা,১৮ অক্টোবর (হি স):৮ মাস আগে লিগ জিতেছিল সবুজ-মেরুন। কিন্তু করোনা আবহে ট্রফি পায়না মোহনবাগান। অবশেষে রবিবার বাইপাসের ধারে এক পাঁচ তারা হোটেলে আই লিগের ট্রফি অবশেষে মোহনবাগানের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আর এর পরেই মোহনবাগানকে টুইট করে শুভেচ্ছাবার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, " আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য মোহনবাগানকে শুভেচ্ছা জানাই। অসাধারণ এক সাফল্য পেল ক্লাব। তাঁদের আগামী দিনের জন্যও আমার পক্ষ থেকে রইল শুভেচ্ছা। আইএসএল—এ এটিকে মোহনবাগান হিসাবে খেলে দল সাফল্য পাক, আমরা সেটাই চাইব"।

রবিবার বাইপাসের ধারে এক পাঁচ তারা হোটেলে আই লিগের ট্রফি অবশেষে মোহনবাগানের হাতে তুলে দেন এআইএফএফ কর্তারা কয়েকজন ফুটবলার ও কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে। এরপরেই মোহনবাগান সমর্থকরা ট্রফি হাতে নিয়ে রোড শো করে শহরজুড়ে।

চিৎপুর আবাসনে রহস্য মৃত্যু দুস্কৃতির

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি স): ফের শহরে রহস্য মৃত্যু। চিৎপুর আবাসনে রহস্য মৃত্যু দুস্কৃতির। আবাসন থেকে মরণঝাঁপ দুষ্কৃতীর। রবিবার ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম আব্দুল হোসেন। হুগলির কুখ্যাত দুষ্কৃতী সে। মৃতের বিরুদ্ধে রয়েছে খুন, তোলাবাজির মতো অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার গভীর রাতে চিৎপুরে ওই আবাসনের মধ্যে চলছিল বচসা। জানা গিয়েছে সেখানে ওই দুষ্কৃতী ছাড়াও আরও দুজন ছিল। তাদের মধ্যেই চলছিল বচসা। এরপরই স্থানীয়রা খবর দেন পুলিশে। স্থানীয়দের দাবি, পুলিশ দেখে পালানোর চেষ্টা করে ওই দুষ্কৃতী। এরপরেই ফ্ল্যাট থেকে ঝাঁপ দেয় ওই দুষ্কৃতী। উঁচু স্থান থেকে ঝাঁপ দেওয়ার জেরে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। ওই দুষ্কৃতী ছাড়াও আরো দুজন কারা ছিল এবং তাদের মধ্যে কি নিয়ে বচসা চলছিল। কেনইবা ওই দুষ্কৃতী ঝাঁপ দিল সেই নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। রবিবার ঘটনাস্থলে ফরেনসি টিম।

বিজেপির মহিলা মোর্চার দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সল্টলেক গেলেন কৈলাস বিজয় বর্গীয়

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি. স.): এবছর প্রথম দুর্গাপুজো করতে চলেছে বিজেপি মহিলা মোর্চা এবং কালচারাল সেল। এই পুজো হবে সল্টলেকের ইজেডসিসিতে। রবিবার এই পুজোর হাল-হকিকত খতিয়ে দেখতে আসেন দলের পর্যবেক্ষক" কৈলাস বিজয়বর্গীয়। তবে শুধু তিনিই নন এদিন বিজেপি নেতা মুকুল রায় সহ একাধি শীর্ষ নেতৃত্বরাও আসেন সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য।

এদিন ইজেডসিসিতে এসে পুজোর দিন গুলিতে কি ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হবে এবং পুজোর বিষয়ে কি কি উপাচার পালন করা হবে সে সম্পূর্ন বিষয় নিয়ে তদারকি করেন তিনি। কারন হাতেগোনা আর কয়েকদিন পরেই শুরু হবে দুর্গাপুজো তাই তার আগে চূড়ান্ত মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখে গেলেন কৈলাস বিজয়বর্গীয় সহ বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতৃত্বরা। ষষ্ঠীর দিন আপামর বাঙালির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর ইজেডসিসির এই পুজোর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল ভাষণ ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে। নরেন্দ্র মোদির হাত ধরেই উদ্বোধন হবে এই পুজোর। বিধান নগরের পূর্বাঞ্চলীয় এই সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাগৃহে ষষ্ঠীর দিন লাগানো হবে জায়েন্ট স্ক্রিন। সেখানেই ফুটে উঠবে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। তবে শুধু এই এক জায়গাতেই নয় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিজেপির দপ্তরে জায়েন্ট স্ক্রিনে দেখা যাবে প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল ভাষণ।

দ্বিতীয়ার শুভলগ্নে আলিপুর সার্বজনীনের দ্বার খুললেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি স): ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। কারণ ক্যালেন্ডার বলছে আজ রবিবার দ্বিতীয়া। চলতি বছর করোনা আবহে কিভাবে হবে পুজো সেই চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়েছিল পুজো উদ্যোক্তাদের। যদিও কলকাতায় পুজো হবে না এটা হতেই পারে না। প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও হচ্ছে পুজো।

আর আজ রবিবার আলিপুর সার্বজনীনের দ্বার খুলে গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে।চলতি বছরে একাধিক নিয়ম মেনে হচ্ছে পুজো। পুজো প্যান্ডেলের ক্ষেত্রে বেঁধে দেয়া হয়েছে একাধিক গাইডলাইন। করোনা আবহে চলতি বছর পুজো দেখতে গেলে অবশ্যই পড়তে হবে মাস্ক। করতে হবে জীবাণুমুক্ত। তবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ পুজো তো হবেই আর হচ্ছেও। আর তাই এদিন মুখ্যমন্ত্রী আলিপুর সার্বজনীনের উদ্বোধনের পাশাপাশি বডিগার্ড লাইনের পুজোর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

পূর্ব লাদাখে ভারতীয় সীমার কাছে যুদ্ধ অভ্যাস চিনের

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি. স.): চিনা সেনাবাহিনী পূর্ব লাদাখে ভারতীয় সীমান্তের কাছে যুদ্ধ অভ্যাস করেছে। সম্প্রতি এই যুদ্ধ অভ্যাসের বিভিন্ন ভিডিও প্রকাশ্যে চলে এসেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৭০০ মিটার উচ্চতা এই যুদ্ধ অভ্যাস করেছে।ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর মানসিক চাপ ফেলার লক্ষ্য নিয়ে এই অভ্যাস করেছে চিন।

জানা গিয়েছে এই যুদ্ধ অভ্যাসে প্রায় ৯০ শতাংশ সমরাস্ত্র নতুন ব্যবহার করেছে চিন। এমনকি ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এখানে।রাতের অন্ধকারে ড্রোনের সাহায্যে লক্ষ্যবস্তুকে নির্ধারণ করে আঘাত আনার কৌশল ব্যবহার করেছে চিন। এই যুদ্ধ অভ্যাস তিব্বতের থিয়েটার কমান্ডের পক্ষ থেকে করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সোমবার কোর কমান্ডার পর্যায়ে অষ্টম বারের জন্য মুখোমুখি বসবে ভারত এবং চিনের সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্তারা।তার আগে চিনের এই ধরনের আচরণ নিয়ে উদ্বিগ্ন দিল্লি।

অধিকারি

তিনের পাতার পর

পুজো দেবেন। প্রার্থনা করবেন যাতে পৃথিবী করোনা মুক্ত হয়। প্রত্যেক বছর দুর্গা পুজোর সময় আহত এবং নিহত পরিবার গুলির পাশে থাকি। আমি এবং প্রতিনিধিরা এসে সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়ে যায়। প্রত্যেক বছর সাতেই জানুয়ারি এখানে আমি এসে প্রমাণ করি। গত সাতেই জানুয়ারি আমি যখন এখানে এসেছিলাম গ্রাম বাসীদের মধ্যে কিছু আহত পরিবার ও নিহত পরিবারের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখেছিলাম। আমি তখন বুঝেছিলা। তারপর আমি তাদেরকে নিয়ে ওই দিনেই একাখানের কমিনিউটি হলে আলোচনা করেছিলাম।

জিতল কলকাতা

তিনের পাতার পর

সুপার ওভারে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত অবশ্য সুপার ওভারে 'হিরো' বনে যান সেই লকি ফার্গুসন। প্রথম বলেই ফেরান বিপজ্জনক ওয়ার্নারকে। এরপর দ্বিতীয় বলে দেন দু'রান। আর তৃতীয় বলে ফের উইকেট নেন। বোল্ড করেন আবদুল সামাদকে। আর ব্যাট করতে নেমে সহজেই তিন রান তুলে ফেলেন নাইটরা।

১৩ বছর পূর্ণ না হলে পূরণ করা যাবে না মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশন ফর্ম, নয়া নিয়ম পর্ষদের

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি. স.): মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নতুন নিয়মে গেরাকলে পড়তে পারে বহু মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এর নতুন নিয়ম অনুযায়ী ২০০৭ সালের ৩১ অক্টোবরের পরে জন্ম হলে অর্থাৎ ১৩ বছর পূর্ণ না হলে সেই পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ করতে পারবে না। পর্ষদের এই ঘোষণার পর কার্যত আশঙ্কায় ভুগছে পরীক্ষার্থীরা।

প্রত্যেক বছর এই দেখা যায় সম্পূর্ণ করার সময় যে বয়স সীমা দেওয়া হয় তাতে দশ বারো দিন কম থাকে পরীক্ষার্থীদের। সেক্ষেত্রে এতদিন কোন সমস্যা হতো না। মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরাও নির্ধারিত বয়স এর আওতায় চলে আসতেন। তবে পর্ষদের এবার উল্লিখিত বয়স সীমার মধ্যে অসংখ্য পড়ুয়া থাকায় কার্যত আশঙ্কায় পড়েছেন তারা। দেখা যাচ্ছে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণের সময়ের দশ-বারো দিন পর হয়ত ১৩ বছর পূর্ণ হবে বেশ কিছু পড়ুয়ার। সেক্ষেত্রে ওই পড়ুয়ারা আদৌ ফর্ম পূরণ করতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

এদিকে পর্ষদের এই ঘোষণার পর এই নিয়ম কার্যকরী হলে বছর নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অনেক পরীক্ষার্থীর মধ্যে।

এদিকে চলতি বছরে করোনা আবহে রয়েছে স্কুল বন্ধ। অনলাইনে ভরসা করেই সারতে হচ্ছে পড়াশোনা। কবে মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে তা নিয়েও কোনও নির্দিষ্ট রূপরেখা নেই আপাতত। এদিকে সিলেবাস বাকি পড়ে রয়েছে অনেকখানি। যদিও সিলেবাসে কাটছাঁট হবে বলে জানিয়েছে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ। তবুও যে পরিমাণের সিলেবাসে পরীক্ষা হবে তার অর্ধেকও এখনো পড়ানো শেষ হয়নি। তার ওপর যোগ হলো পর্ষদের এই নয়া নিয়ম। ফলে সবদিক থেকেই কার্যত উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটছে পড়ুয়াদের।

মার থমা সিরিয়ান গির্জার প্রধান পাদ্রীর জীবনাবসান

তিরুবনন্তপুরম, ১৮ অক্টোবর (হি. স.): কেরলের মালানকারা মার থমা সিরিয়ান গির্জার প্রধান পাদ্রী জোসেফ মার থমা মেট্রোপলিটন শনিবার গভীর ররতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।দীর্ঘদিন ধরে তিনি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। গভীর রাত ২ টো ৩০ মিনিট নাগাদ স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০।বর্ষীয়ান পাদ্রীর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, রেভারেন্ড জোসেফ মার থমা মেট্রোপলিটন একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি মানবতাকে নিরন্তন সেবা করে গিয়েছিলেন।

চালকরা

● **প্রথম পাতার পর**

করে।অচলাবস্থা নিরসনের জন্য এখনো পর্যন্ত রাজ্য সরকার কিংবা পরিবহণ দফতরের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি বলে জানা গিয়েছে। ফলে বা চলাচল আগামী দিনেও বন্ধ থাকার আশঙ্কা রয়েছে।শারদ উৎসব কে সামনে রেখে এ ধরনের অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে যাত্রীরা মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হবেন।

হলেন মা

● **প্রথম পাতার পর**

অসহায় মা তার মেয়ে, জামাতাকে নিয়ে বিশালগড় থানায় এসে কান্নায় ভেঙে পড়ে। একমাত্র ছেলেকে না পেয়ে অসহায় মা মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন।ছেলের পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ইমান বর্মন অন্য যেকোন ছেলেদের মতো স্বাভাবিক নয়, কারন খুব সহজ সরল স্বভাবের মতো তার ধরন।তাছাড়া বাড়ির নিচ থেকে কোথায় চলে গেল কিংবা কোনরকম দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে কিনা তা নিয়ে চিন্তিত এলাকার মানুষজন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

কাগজের মাধ্যমে করোনা সংক্রমণ ছড়ায় এমন কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।নিজের উদাহরণ টেনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে করোনা মহামারীর মধ্যেও তিনি নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ে চলেছেন।ভারতে একাধিক সংস্থা করোনা প্রতিশোধক বানাতে ব্যস্ত কিন্তু তার মধ্যে এগিয়ে রয়েছে সেরাম ইন্ডিয়া এবং ভারত বায়োটেক।আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই প্রতিষেধক মিলবে।বর্তমানে দেশজুড়ে প্রতিষেধকের তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল "চলছে।

গ্রেপ্তার

● **প্রথম পাতার পর**

যার কেইস নাম্বার ছিলো ৩৫ - ২০১৯। অপরদিকে এই অভিযোগের ভিত্তিতে ৩০২/ ৩৪ আইপিসি ধারায় পুলিশ মামলা হাতেনিয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছিলো। অভিযোগের পরথেকে অভিযুক্ত লাইচেঙ্গা মগ বাড়ী থেকে পালিয়েযায়। অবশেষে গোপন খবরের ভিত্তিতে আজ সকালে বাইখোড়া থানার এস আই গোপাল শুক্ল দাসের নেতৃত্বে অভিযুক্ত আসামীকে গ্রেপ্তার করাহয়।

আজকে এইঅভিযান সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান বাইখোড়া থানার ওসি রাজীব সাহা। তিনি জানান আজ অভিযুক্ত আসামীকে বিলোনীয়া জেলা ও দায়রার আদালতে প্রেরন করাহবে এবং তদন্তের সাপক্ষে অভিযুক্ত আসামীকে পুলিশ রিমান্ডের জন্য আবেদন করাহবে বলে জানান। সঠিকভাবে তদন্ত হলে এই খুনের সাথে জরিত আরো কিছু লোকজনের নাম উঠে আসবে বলে জানাযায়।

পরিবার

● **প্রথম পাতার পর**

বাড়িতে আসেনি। এবং অসহায় পরিবারটিকে নানাভাবে হুমকি এবং ধমকি দিচ্ছে শিবু দেবনাথ বলে অভিযোগ করেন শিল্পীর পিতা নেপাল দেবনাথ।

প্রচন্ড আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে পরিবারটি। তাই আইনের প্রতি আস্থা হারিয়ে এবং বিশালগড় থানার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে এবং শিবু দেবনাথ থেকে বারবার হুমকি এবং ধুমকি খেয়ে শেষ পর্যন্ত রবিবার সকাল সাড়ে ১০ঘটিকায় চড়িলাম বাজারে আগরতলা সাবরুম জাতীয় সড়কের পাশে পরিবারটি ন্যায় বিচারের দাবিতে আমরণ অনশনে বসেন। খবর পেয়ে আড়ালিয়া গ্রামের প্রধান এসে পরিবারটিকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে এবং পরিবারটিকে ন্যায্য বিচার পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরণ অনশন থেকে তুলে নেন। প্রধান আশ্বাস দিয়েছেন আপনি সুষ্ঠু বিচার পাবেন। আড়ালিয়া গ্রামের প্রধানের সুস্থ এবং সুন্দর ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি পেয়ে নেপাল দেবনাথ এবং শিল্পী দেবনাথ আমরণ অনশন তুলে নেন। এই ঘটনায় হতবাক চড়িলাম এর মানুষ। তবে শিল্পী দেবনাথকে যখন সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করে যে শিবু দেবনাথ ওকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করেছিল কিনা শিল্পী দেবনাথ তখন অকপটে স্বীকার করেন না আমাকে কোন ধর্ষণ করে নি। শুধু আমাকে মারধর করেছে শিবু দেবনাথ।

শিল্পী দেবনাথ সুদন দেব নাথের দ্বিতীয় স্ত্রী। বিয়ের পর থেকেই অকথ্য নির্যাতন করতো শিল্পীর উপর। তাই শিল্পী চলে আসেন বাপের বাড়িতে। অনেকদিন পর পর সুধন হঠাৎ হঠাৎ আসে এবং এক দুই দিনের জন্য কদমতলী নিয়ে যায় আবার আমাকে মারপিট করে বাপের বাড়ি দিয়ে যায় বলে জানিয়েছেন অসহায় শিল্পী। শিল্পীর এই করুণ কাহিনী দেখে পথচলতি জনসাধারণ সহ গোটা গ্রামের মানুষ বাকরুদ্ধ। গোটা গ্রামের মানুষ চাইছে দুষ্ট শিবুর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।

অসম বিজেপি

তিনের পাতার পর

অসম প্রদেশের মুখপাত্র সুভাষ দত্ত।

তাঁর মতে, একাংশ কংগ্রেসি নেতা নিজেরাই দুর্নীতিতে লিপ্ত। তাই তাঁদের দুর্নীতির কথা বলার কোনও নৈতিক অধিকারই নেই।

স্বেচ্ছায় রক্তদান রাজ্যের একটা ঐতিহ্য : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যুব সমাজকে স্বনির্ভর করার জন্য নতুন নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। এরফলে আমাদের যুব সমাজের ভবিষ্যৎ যেমন উজ্জল হবে তেমনি আমাদের দেশ আত্মনির্ভর হবে। রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রীর পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সকালে কের চৌমুহনিতে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও কের চৌমুহনি পূজা কমিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, স্বেচ্ছায় রক্তদান রাজ্যের একটি ঐতিহ্য। স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান রাজ্যে অনেকদিন ধরেই চলে আসছে। বর্তমানে শুধু আমাদের রাজ্যই নয়, সমগ্র বিশ্বেই করোনা অতিমারির জন্য একটা সংকট চলছে। এর থেকে পরিত্রাণের প্রধান উপায় হলো মাস্ক ব্যবহার করা, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার এই সংকট মোকাবিলায় বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক সংস্থার কাছে যে আবেদন করেছিলো তা বাস্তবায়িত করতে ক্লাব ও সামাজিক সংস্থাগুলি এগিয়ে এসেছে। আজ ব্লাড মাউথ ক্লাবে স্বেচ্ছা রক্তদান ছাড়াও করোনা রোগীদের বিনামূল্যে অ'িজেন সিলিণ্ডার সরবরাহ, ৬৫ বছরের প্রবীণদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, খেলাধূলার প্রসার সহ যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা রাজ্যের অন্য ক্লাবগুলির মধ্যে প্রেরণা যোগাবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে অ্যান্টিবডি টেস্ট শুরু হয়েছে। কেননা এক সময় কেরালায় করোনার প্রকোপ কমলেও সেখানকার পোঙ্গল উৎসবের পর বড় মাত্রায় মানুষ করোনায় আক্রান্ত হন। তাই অ্যান্টিবডি টেস্টের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। আসন্ন দুর্গাপূজায় আমাদেরকেও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমস্ত নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। তবেই রাজ্যবাসী নিরাপদ থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এক সময় রাজ্যে করোনা রোগীর সুস্থতার হার ছিলো ৬০ শতাংশ। এখন সুস্থতার হার ৮৯ শতাংশ। আমরা হোম আইসোলেশনের রোগীদের জন্য অ'িমিটারের ব্যবস্থা করেছি। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকার রাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সদর্থক মানসিকতা নিয়ে কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশকে এক নতুন দিশায় নিয়ে যেতে চাইছেন। আমাদের রাজ্যকেও আত্মনির্ভর রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছে সরকার। সাবমে গড়ে উঠছে বিশেষ অর্থনৈতিক অ'ল ও সুসংহত স্থলবন্দর। ফেণী নদীর উপর মৈত্রী সেতুর কাজ সম্পন্ন হলে সাবমের সাথে চ-গ্রাম বন্দরের যোগাযোগ গড়ে উঠবে। এরফলে ত্রিপুরা শুধু উত্তর-পূর্বা'লের নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ারও প্রবেশদ্বার হয়ে উঠবে। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ যেমন সৃষ্টি হবে তেমনি রোজগারও বাড়বে।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন ব্লাড মাউথ ক্লাবের সভাপতি বিমল রায় চৌধুরী, ব্লাড মাউথ ক্লাব ও কের চৌমুহনি পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস ভ-াচার্য ও বিশিষ্ট সমাজসেবী শিপ্রা দেব। শিবিরে ২৭ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

কেন্দ্রের

● **প্রথম পাতার পর**

আক্রান্তের মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তবে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আবেদন জানালেই অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে, একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও করোনার মারণ দৌরাত্ম্যকে কোনো ভাবেই রোধ করা যাচ্ছে না। প্রত্যেকদিন নতুন করে আক্রান্ত হয়ে চলেছে ভারতবাসী। বিগত ২৪ ঘন্টায় গোটা দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৬১৮৭১ জন মানুষ। নিহত ১০৩৩। সবমিলিয়ে আক্রান্ত সংখ্যা নিরিখে প্রায় ৭৫ লাখের কাছাকাছি চলে গিয়েছে ভারত। আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫৫২। রবিবাসরীয় সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে দেশের সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা বর্তমানে ৭ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫৫২ জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে ৬৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ২১০।দেশজুড়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১, ১৪, ০৩১।ভারতের সবথেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। সেখানে করোনা য় মৃত্যু হয়েছে সব মিলিয়ে ৪১, ৯৬৫। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কর্ণাটক। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা বর্তমানে ১, ১০, ৬৬৬।মৃত্যু হয়েছে ১০, ৪২৭ জনের।দিল্লিতে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২২, ৮৮৪।

মারধর

● **প্রথম পাতার পর**

আসলে গাড়িটি আটক করে যুবকরা। পুজোর চাঁদা দেবার জন্য চালকের কাছে মোটা অংকের টাকা দাবি করে বলে অভিযোগ। চালকের সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা ক্লাব কর্তৃপক্ষকে দিলে ক্লাব কর্তৃপক্ষ গাড়িতে কি পণ্য সামগ্রী রয়েছে জানতে চান। এরপর গাড়ি থেকে রাবারের সিট ছিনতাই করতে শুরু করে তারা বলে অভিযোগ। এতে তাদেরকে বাধা দিলে চালককে বেধড়ক মারধর করা হয়। তাছাড়া তার পকেট থেকে টাকা , এটিএম কার্ড ছিনতাই করে বলে অভিযোগ। এক টন রাবার লুট করা হয় বলে অভিযোগ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রশাসন বারবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন আগে থেকেই যেন কোন ক্লাব কর্তৃপক্ষ কাউকে পূজার চাঁদার জন্য চাপ সৃষ্টি না করে। সেই নির্দেশকে উপেক্ষা করে এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে যান চালকদের মধ্যে। রবিবার লড়ির মালিক ও রাবার ব্যবসায়ী দারস্থ হয় বিশালগড় থানার। তারা যথেষ্ট ক্ষতি পূরণ সহ দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

তিনজন

● **প্রথম পাতার পর**

চলছে বীরচনন্দ্র নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। জানাযায় গাড়ীটি দ্রুত গতিতে ছিলো। যারফলে নিয়ন্ত্র হারিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জৈন ভিক্টর রিয়াং পেশায় শিক্ষক বলে জানাযায়।

বস্ত্র বিতরণ

আটের পাতার পর

লোকজনদের হাতে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়। এ ধরনের অনুষ্ঠান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

গবাদি পশু চুরি

আটের পাতার পর

পাহারা দিও গবাদি পশু রক্ষা করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে বলে তারা জানিয়েছেন। এলাকাগুলিতে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য দাবি জানানো হয়েছে।

রাহুল গান্ধী

আটের পাতার পর

লকআপ থেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে উত্তরপ্রদেশের মহিলাদের প্রতি বেড়ে চলা অপরাধ নিয়ে নিন্দায় সরব হয়েছে কংগ্রেস। হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ডের পর থেকে গোটা দেশজুড়ে উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন।

করবেন গডকড়ি

আটের পাতার পর

সংশ্লিষ্ট দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

এদিকে হাতে আছে আর দুদিন মাত্র। তাই ২০ অক্টোবর শিলান্যাস অনুষ্ঠানকে সফল করতে যোগীঘোপায় ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বহুমুখি বাণিজ্য সরবরাহ কেন্দ্রটি স্থাপন হলে যোগীঘোপা পর্যন্ত দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির আগমন ঘটবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অ্যান্ডারসনের সঙ্গে তুলনীয় স্কিল আমার নেই: স্টেইন

নিজেদের দেশের টেস্ট ইতিহাসের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি তারা। তবে জেমস অ্যান্ডারসনের সঙ্গে নিজের তুলনার কোনো সুযোগ দেখেন না ডেল স্টেইন। দক্ষিণ আফ্রিকান এই পেসারের মতে, অ্যান্ডারসনের মতো স্কিল নেই তার।

লাল বলের ক্রিকেটে বল সুইং করানোয় জুড়ি নেই অ্যান্ডারসনের। দুই দিকেই সুইং করাতে পারা এই ইংলিশ পেসারের ইনসুইংয়ের দারুণ ভক্ত স্টেইন। স্কাই স্পোর্টসের একটি আয়োজনে ৫৮৪ টেস্ট উইকেট নেওয়া অ্যান্ডারসনের সামনেই তাকে প্রশংসায় ভাসান স্টেইন।

''আমি জিমির (জেমস অ্যান্ডারসন) বোলিং দেখি, সে অসাধারণ। আমি কখনও ওইরকম বিশাল ইনসুইং করাতে পারব না এবং সে যেভাবে ক্রিজের ব্যবহার করে সেটাও না। আমি জিমির একজন ভক্ত।''

''আমার কোনো স্কিল নেই। দুইটা স্লোয়ার, একটা দ্রুত গতির বাউন্সার আর ইয়র্কার করি। চেষ্টা থাকে যত সম্ভব সঠিক জায়গায় বল করা।''

গতি আর সুংয়ের মিশেলে দারুল কার্যকর স্টেইন টেস্টে নিয়েছেন ৪৩৯ উইকেট। টেস্ট থেকে বিদায় নেওয়া এই পেসার জানান, সব সময় গতিকেই নিজের মূল অস্ত্র ভেবে এসেছেন তিনি।

''আমি খুব জোরে বল করতে পারি এবং বছর গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু স্কিল বাড়াতে শুরু করি। সুইং করানোর দক্ষতা কিছুটা আয়ত্ত করি, ক্রিজের ব্যবহারও একটু করে বাড়াতে থাকি। কিন্তু আমি জানতাম, আমার আসল দক্ষতা হলো দৌড়ে গিয়ে জোরে বল করা এবং সঠিক লেংথে করা। আমার স্কিল সব সময়ই সীমাবদ্ধ ছিল।''

উইকেট সংখ্যায় পিছিয়ে থাকলেও বোলিং গড়ে অ্যান্ডারসন থেকে এগিয়ে স্টেইন। সেটাই মনে করিয়ে দেন ইংলিশ ডানহাতি পেসার। তার বোলিং গড় যেখানে ২৬.৮৩, সেখানে স্টেইনের ২২.৯৫।

পরিসংখ্যানের এই দিক উল্লেখ করে টেস্ট ইতিহাসের চতুর্থ সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি অ্যান্ডারসন পাল্টা প্রশংসায় ভাসান স্টেইনকে।

''ডেলের রেকর্ড তার হয়ে কথা বলে-যা অসাধারণ। অবিশ্বাস্য তার স্ট্রাইক রেট, গড়ও অবিশ্বাস্যঘণ্টা প্রতি ৯০ মাইল বেগে সে বল সুইং করাতে পারে, যা খেলা অনেক কঠিন। ডেল এমন একজন যাকে আমি অনুসরণ করি, বিশেষ করে লাল কোকাবুরা বলে।''

'বীরদের জন্যে ফুটবল' টুর্নামেন্টে রিয়াল-বায়ার্ন-ইন্টার

'ইউরোপিয়ান সলিডারিটি কাপ—ফুটবল ফর হিরোস' নামে ছোট পরিসরে একটি টুর্নামেন্ট আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ, বায়ার্ন মিউনিখ ও ইন্টার মিলান। এ থেকে অর্জিত অর্থ ব্যয় হবে স্পেন ও ইতালির স্বাস্থ্যসেবা খাতে।

প্রত্যেক ক্লাবের মাঠে হবে একটি করে ম্যাচ, অর্জিত অর্থ ইতালি ও স্পেনের স্বাস্থ্যসেবা খাতের উন্নতি জন্য ব্যয় করা হবে বলে মঙ্গলবার আলাদা আলাদা বিবৃতিতে জানিয়েছে ক্লাব তিনটি। ইউরোপের এই দুটি দেশে কোভিড-১৯ মহারারী অনেক বড় আঘাত হেনেছে।''বিষয়টিকে ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের প্রতি সমর্থনের প্রতীক হিসেবে দেখছে বায়ার্ন, যেখানে সবাই একে অপরের খেয়াল রাখে।''

কঠিন এই সময়ে নিজের জীবনের পরোয়া না করে যারা সামনে থেকে করোনাভাইরাস মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, সেই সব স্বাস্থ্যকর্মীদের 'নায়ক' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তিনটি ক্লাবেরই বিবৃতিতে।

ঘরের মাঠ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় রিয়ালের বিপক্ষে খেলবে বায়ার্ন। নিজেদের মাঠ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে ইন্টারের বিপক্ষে খেলবে রিয়াল। আর সান সিরোতে বায়ার্নের মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ইন্টার। বায়ার্নের বিবৃতিতে ২০২১ সালে টুর্নামেন্টটি আয়োজনের কথা বলা হলেও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানানো হয়নি। দর্শকসহ ম্যাচ আয়োজনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হলে মাঠে গড়াবে টুর্নামেন্টটি। মহামারীর বিপক্ষে সামনে থেকে লড়াই করা স্বাস্থ্যকর্মীদের আমন্ত্রণ জানানো হবে ম্যাচগুলোয়।

ইউরোপে সবচেয়ে বেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্তের তালিকায় ব্রিটেনের পরেই ইতালির অবস্থান। দেশটিতে মারা গেছেন ৩২ হাজারের বেশি মানুষ। ২৭ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছেন স্পেনে। আক্রান্তের দিক দিয়ে অবশ্য ব্রিটেন ও ইতালির উপরে স্পেন।

তুলনামূলকভাবে জার্মানির অবস্থা অতটা খারাপ নয়। পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার দেশটিতে মঙ্গলবার পর্যন্ত মারা গেছেন আট হাজারের একটু বেশি। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে জার্মান বুন্ডেসলিগাই মাঠে ফিরেছে সবার আগে। দুই মাসেরও বেশি সময় স্থগিত থাকার পর স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে কঠোর নিয়মের মধ্যে শনিবার শুরু হয়েছে খেলা।

৭২ দিন পর ক্লাবের অনুশীলনে রোনালদো

এ মাসের শুরুতে তুরিনে ফিরে ১৪ দিন সেলফ আইসোলেশনে কাটিয়ে ক্লাবের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন ইউভেন্তুস তারকা রোনালদো।

একটি কালো গাড়িতে করে মঙ্গলবার ক্লাবের অনুশীলন মাঠে আসেন পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলার।

ইতালিতে 'লকডাউন' চলার সময়ে বান্ধবী ও সন্তানদের দিয়ে মাদেইরাতে ছিলেন পর্তুগিজ এই তারকা ফুটবলার। ইতালিয়ান ফুটবল মৌসুম বন্ধ হওয়ার এক দিন আগে, গত ৮ মার্চ অসুস্থ মাকে দেখতে মাদেইরায় গিয়েছিলেন তিনি।

সবশেষ রোনালদো ইউভেন্তুসের হয়ে খেলেছেন লিগে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে, ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছিল তারা।

'লকডাউন'-এর সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় থাকতে দেখা গেছে রোনালদোকে। এসময় ফিটনেস ধরে রাখার ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন তিনি।

ইতালিয়ান সেরি আর ক্লাবগুলো গত ৪ মে থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত অনুশীলন। দলীয় অনুশীলন শুরু করার কথা ছিল সোমবার থেকে। কিন্তু ইতালিয়ান সরকারের করোনাভাইরাস টেকনিক্যাল কমিটির সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছাতে না পারায় তা পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সেরি আর ক্লাবগুলো।

সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, আগামী ১৩ জুন সেরি আ মাঠে ফেরানোর পরিকল্পনা করেছিল লিগ কর্তৃপক্ষ। কয়েকটি ক্লাব প্রস্তাবিত তারিখের সঙ্গে একমত নয়। সবশেষ দলীয় অনুশীলন পিছিয়ে যাওয়ায় লিগের মাঠে ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে।

আগামীর অ্যাথলেটদের "অনুপ্রেরণা" রোনালদো

ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর মানসিক শক্তি, ফুটবলের প্রতি তার নিবেদন ও পেশাদারিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন পিএসজি প্রেসিডেন্ট নাসের আল-খেলাইফি। তার মতে, ভবিষ্যৎ অ্যাথলেটরা ইউভেন্তুসের পর্তুগিজ তারকাকে উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারে।পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী রোনালদো লিগ শিরোপা জিতেছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ ও বর্তমান ক্লাব ইউভেন্তুসের হয়ে।৩৫ বছর বয়সী এই তারকা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন পাঁচবার; রিয়াল মার্দ্রিদের হয়ে চারটি, অন্যটি ইউনাইটেডের হয়ে। গত মৌসুমে ইউভেন্তুসের সেরি আ ও ইতালিয়ান সুপার কাপ জয়ে রাখেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার জন্য ক্যারিয়ার জুড়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন রোনালদো। ফ্রেঞ্চ ফুটবলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এবার তার প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করেন আল-খেলাইফি।''বছরের পর বছর ধরে সে যেভাবে লক্ষ্যে স্থির থেকে কাজ করে চলেছে তা অনন্য। অসাধারণ চারিত্রিক গুণ।''''ক্যারিয়ারে আরও উন্নতি করতে সে সবসময় অনুপ্রাণিত থাকে এবং নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। তার এমন অদম্য মানসিকতার প্রশংসা করি। ভবিষ্যতের সব অ্যাথলেটদের জন্য সে দারুণ এক উদাহরণ।''

করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে সেরি আ মৌসুম স্থগিত হওয়ার আগে ২২ ম্যাচে ২১ গোল করেন রোনালদো। সব প্রতিযোগিতা মিলে মৌসুমে করেছেন ২৫ গোল।

গিলবার্ট জেসপ: শত বছর আগেই যিনি ছিলেন বিধ্বংসী ব্যাটসম্যান

তিনি উইকেটে যাওয়া মানেই ছিল ফিল্ডারদের ব্যস্ত সময়ের শুরু। মাঠের বাইরে থেকে বল কুড়িয়ে আনতেই থাকতে হতো তটস্থ! প্রায়ই বল উড়ে চলে যেত মাঠের বাইরে। কখনও গিয়ে পড়ত পাশের বাড়ির আঙিনায়, কখনও ভেঙে দিত বাইরের রাস্তায় থাকা গাড়ির কাঁচ। এখনকার এই টি-টোয়েন্টির যুগে বিধ্বংসী ব্যাটসম্যানদের কতই না কদর। কিন্তু শত বছর আগেই এমন ব্যাটিংয়ে মাঠ মাতিয়েছেন গিলবার্ট জেসপ।

অথচ তিনি মূলত ছিলেন বোলার। বেশ গতিময় ফাস্ট বোলার। এতটাই ভালো বোলার যে বোলিং দিয়েই জায়গা করে নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের টেস্ট দলে। দুর্দান্ত ছিলেন ফিল্ডিংয়েও। বুলেট গতিতে পৌঁছে যেতেন বলের কাছে, থ্রোয়ে ছিল প্রচণ্ড জোর। তবে ক্রিকেট ইতিহাস তাকে আলাদা করে মনে রেখেছে ব্যাটিংয়ের জন্যই। এখানেই তিনি ছিলেন সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে!

সময়ই আজ মনে করিয়ে দিচ্ছে জেসপকে। ১৯ মে যে তার জন্মদিন! ১৮৭৪ সালের এই দিনে গ্লস্টারশায়ারের চেল্টেনহামে তার জন্ম।

ব্যাটিংয়ে তার কাছে আক্রমণই ছিল শেষ কথা। বল ওড়াতেন এদিক-ওদিক। বল হাতে পেলে ঘায়েল করতে চাইতেন ব্যাটসম্যানকে। উইকেট শিকারেই ছিল চোখ। ফিল্ডিংয়ে কাজে লাগাতে চাইতেন প্রতিটি সুযোগ। প্রতিটি রান আটকাতে উজাড় করে দিতেন নিজেকে। এখনকার ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট তো এরকম আকর্ষণীয় প্যাকেজই চায়!

গ্লস্টারশায়ারে তিনি কিংবদন্তি। ২০ বছরের প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারে ৪৯৩ ম্যাচে রান করেছেন ২৬ হাজার ৬৯৮। ৫৩ সেঞ্চুরির পাশে ফিফটি ১২৭টি। ২২.৭৯ গড়ে নিয়েছেন ৮৭৩ উইকেট।

ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্ট ক্যারিয়ার খুব সমৃদ্ধ নয়। ১৮ টেস্টে উইকেট মাত্র ১০টি। মোটে ৫৬৯ রান করতে পেরেছেন ২১.৮৮ গড়ে। সেঞ্চুরি কেবল ১টি।

তবে ওই সেঞ্চুরিই ফুটিয়ে তুলতে পারে জেসপের গোটা ক্যারিয়ারকে। ১০৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন মাত্র ৭৭ মিনিটে! এটিই জেসপ। ক্যারিয়ার রান, পরিসংখ্যান, এসবে তাকে বোঝা যায় সামান্যই। ক্রিকেটে তিনি আজও স্মরণীয় ব্যাটিংয়ের ধরনের কারণেই।

পরিস্থিতি যাই হোক, নিজের সহজাত ক্রিকেটই খেলতেন জেসপ। তার ক্রিজে যাওয়া মানেই দর্শকদের জন্য ছিল আনন্দের বান। সে সময়ে তার ব্যাটিংয়ের চেয়ে বিনোদনদায়ী কিছু কমই ছিল ক্রিকেটে।

ঘণ্টায় ৭৯ রান!

ব্যাটিং গ্রেট ফ্র্যাঙ্ক উলি, ভিক্টর ট্রাম্পার সেই যুগে ঘণ্টা প্রতি গড়ে করতেন ৫৫ রান। ডন ব্র্যাডম্যান, ডেনিস কম্পটনদের গড় রান ছিল ৪৫-এর আশেপাশে। জেসপ রান তুলেছেন ঘণ্টায় গড়ে ৭৯ করে! ক্যারিয়ারে কেবল একবার তিন ঘণ্টার বেশি ব্যাট করেছেন, কিন্তু ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন পাঁচবার। তার গড়ন ছিল ছোটখাটো। উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, ওজন ৭০ কেজির কম। কিন্তু তার ব্যাটিং ছিল ওজনদার! খুনে ব্যাটিংয়ে মন রাঙাতেন দর্শকদের।

সে সময় মাঠের সীমানা দড়ি পার হলে মিলত ৫ রান। ছক্কার জন্য বল ফেলতে হতো স্টেডিয়ামের বাইরে। সেই যুগেও ছক্কা মেরেছেন তিনি হেসেখেলে। ম্যাচ পরিস্থিতি যেমনই হোক, সামনে যে বোলারই থাকুক, জেসপ পরোয়া করেছেন সামান্যই। বোলারদের জন্য তিনি ছিলেন বিভীষিকা। বল সীমানা ছাড়া করতেন অনায়াসে। দল চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ে? জেসপ নেমে ৩০ মিনিটেই পাল্টে দিতেন চিত্র।

জেসপের ৫৩ সেঞ্চুরি ব্যবচ্ছেদ করে দেখা যায়, তিনি ক্রিজে যাওয়ার পর দলের ৭২ শতাংশ রান তার ব্যাট থেকেই এসেছে!

১৭৯ টি পঞ্চাশ ছোঁয়া ইনিংসের কেবল ২৭টিতে রান করেছিলেন মিনিটের চেয়ে কম গতিতে। গড়ে একশ রানে পৌঁছাতে সময় নিতেন ৭২ মিনিট।

'সর্বকালের সেরা ওয়ানডে ক্রিকেটার'

সাবেক অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক ও কিংবদন্তি ধারাভাষ্যকার রিচি বেনো একবার বলেছিলেন, তার কাছে সর্বকালের সেরা ওয়ানডে খেলোয়াড় জেসপ। অথচ আন্তর্জাতিক ওয়ানডের আবির্ভাবের ১৬ বছর আগেই জেসপ বিদায় নিয়েছিলেন দুনিয়া থেকে!

অবিশ্বাস্য, কিন্তু এটিই সত্যি। জেসপের ব্যাটিংয়ের ধরণ এমন ছিল যে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তিনি কেমন করতেন, এ নিয়ে চর্চা হয়েছে অনেক।

নিজের ধরণটা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ক্যারিয়ারের প্রথম বল থেকেই। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ১৮৯৪ সালে। অভিষেক ইনিংসে যখন উইকেটে গেলেন, বোলার তখন হ্যাটট্রিকের অপেক্ষায়। জেসপ গিয়ে প্রথম বলটিই পাঠালেন বাউন্ডারিতে! অভিষেকের সেই সম্ভাবনার প্রতিফলন ছিল তার ক্যারিয়ার জুড়ে। দুই দশকের ক্যারিয়ারে সহজাত আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে অটল থেকেছেন জেসপ।

তার ব্যাটিং স্টান্সও ছিল কৌতূহল জাগানিয়া। নিচু হয়ে থাকতেন, বল ডেলিভারি দেওয়ার সময় আরও নিচু হয়ে যেতেন। এজন্য তার নাম হয়ে গিয়েছিল 'ক্রাউচার।' মনে হতো, বল থেকে বাঁচার জন্য বুঝি অমনভাবে দাঁড়িয়েছেন। বল ডেলিভারির পর পাল্টে যেত চিত্র। পুরোটা সময় চোখ রাখতেন বলে। খুব দ্রুত পৌঁছে যেতে পারতেন পজিশনে। কব্জি যেন ছিল ইস্পাত দৃঢ়। সঙ্গে অসাধারণ ট্যাকটিক্যাল মস্তিষ্ক।

তার স্টান্স দেখে ফাস্ট বোলাররা প্রায়ই ঠুকে দিতেন বল। সেগুলো অনায়াসে হুক-পুল করতেন মনের আনন্দে। পায়ের কাজ এতটা দুর্দান্ত ছিল যে লেগ স্টাম্পের বলও কাট করতে পারতেন, বা অফ স্টাম্পের বাইরের বলে পুল! হাতে এতো শট ছিল যে তার সামনে ভালো লেংথ বলে কিছু ছিল না। তিনি সব সময় বলতেন, ভালো বোলারদের খেলতেই বেশি পছন্দ করেন।

সত্যিকারের অলরাউন্ডার

ব্যাটিংয়ের জন্যই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। তবে তার বোলিং আর ফিল্ডিংয়ের কথা তো বলা হয়েছে আগেই!

১৮৯৯ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত খেলেছেন টেস্ট। কারও কাছে তিনি ছিলেন অটোমেটিক চয়েজ, কারও কাছে জুয়া। সমুদ্র যাত্রায় অসুস্থ হয়ে পড়তেন বলে দেশের বাইরে খুব একটা খেলেননি। তিনবার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ায় খেলার প্রস্তাব। খেলেছিলেন স্রেফ একবার।

ক্যারিয়ারের শুরুতে ছিলেন গতিময় প্রাণবন্ত এক পেসার। ১৯০০ সালে এক মৌসুমে দুই হাজার রান ও ১০০ উইকেটের ডাবল স্পর্শ করেন। এই ডাবল ছোঁয়া তৃতীয় ক্রিকেটার ছিলেন তিনি।

'মেসি বার্সেলোনা ছাড়বে না'

'লিওনেল মেসিকে ইন্টার মিলানে আনা এখন আর অসম্ভব নয়' বলে খবরের শিরোনাম হওয়া মাস্সিমো মোরাত্তি এবার বললেন ভিন্ন কথা। ক্লাবটির সাবেক সভাপতি মনে করেন, মেসি কখনোই বার্সেলোনা ছাড়বে না।

ক্যারিয়ারের শুরু থেকে বার্সেলোনার হয়ে খেলে আসছেন আর্জেন্টাইন তারকা। ২০২১ সাল পর্যন্ত মেসির সঙ্গে চুক্তি রয়েছে কাতালান ক্লাবটির। কিন্তু চলতি মৌসুমে ক্লাব কর্মকর্তাদের সঙ্গে রেকর্ড ছয়বার ব্যালন ডি'অর জয়ী এই ফরোয়ার্ডের কিছুটা মতবিরোধের খবর গণমাধ্যমে আসে। তাতে তার সম্ভাব্য দল-বদলের গুঞ্জন পায় নতুন মাত্রা।

ওই ঘটনার পরপরই গত এপ্রিলে মেসিকে ইন্টারে নিয়ে আসা সম্ভব বলে মন্তব্য করেন মোরাত্তি। তবে এবার ইতালির রেডিও জিআর পার্লামেন্তোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বললেন ভিন্ন কথা।

''মেসিকে পাওয়া সব ক্লাবের স্বপ্ন। কিন্তু সে বার্সেলোনা ছাড়বে না। সে এখনও দলটির সেরা খেলোয়াড়।''

মেসির জাতীয় দলের সতীর্থ ও ইন্টার ফরোয়ার্ড লাউতারো মার্তিনেসকে পেতে আগ্রহী বার্সেলোনা। তাকে দলে ভেড়াতে রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার সিটিও আগ্রহী বলে সংবাদমাধ্যমের খবর। বিষয়টি পুরোপুরি মার্তিনেসের ওপর নির্ভর করছে বলে মনে করেন ১৯৯৫ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ইন্টারের সভাপতির দায়িত্বে থাকা মোরাত্তি।

মধ্য জুনের আগে সেরি আ নয়

সেরি আ মাঠে ফেরানোর পরিকল্পনা ঘিরে থাকা অনিশ্চয়তা কাটেনি একটুও। আগামী ১৫ জুনের আগে প্রতিযোগিতাটি পুনরায় শুরুর কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানানো হয়েছে।

ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশন সোমবার জানায়, অন্তত ১৪ জুন পর্যন্ত স্থগিত থাকবে দেশটির শীর্ষ ফুটবল প্রতিযোগিতাটি। আগামী ১৩ জুন সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে লিগ মাঠে ফেরানোর পরিকল্পনা করেছিল কর্তৃপক্ষ।

একক পর্যায়ের অনুশীলন শেষে গত সোমবার দলীয় অনুশীলন শুরু করার কথা ছিল ক্লাবগুলোর। কিন্তু ইতালিয়ান সরকারের করোনাভাইরাস টেকনিক্যাল কমিটির সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছাতে না পারায় তাও পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্লাবগুলো।করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত ৯ মার্চ থেকে স্থগিত আছে সেরি আ। আসরে সব দলের এখনও বাকি ১২টি করে ম্যাচ। কয়েকটি দলের একটি করে ম্যাচ বেশি বাকি।

২৬ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছে ইউভেন্তুস। সমান ম্যাচে তাদের চেয়ে ১ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে লাৎসিও।

কোহলির ধারে-কাছেও নেই টেন্ডুলকার- স্মিথ

লিওনেল মেসির ধারে-কাছেও নেই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। কিংবা রোনালদোর ধারে-কাছেও নেই মেসি। এমন কথা শোনার পর কেমন লাগে?

পারফরম্যান্স ভার্নিয়ার স্কেলে মাপা গেলে হয়তো নিখুঁত করে বলা যেত, কে কত মিলিমিটার পিছিয়ে। তাই বলে ধারে-কাছেও নেই! ভক্তদের পিত্তি জ্বলে যাওয়াই স্বাভাবিক। স্টিভেন স্মিথের ভক্তদের এমন লাগতে পারে কেভিন পিটারসেনের কথা শুনে। শুধু স্মিথের ভক্তরা কেন, পিটারসেনকে ধুয়ে দিতে পারেন শচীন টেন্ডুলকারের সমর্থকেরাও। নিরপেক্ষ ভক্তদেরও ভালা লাগার কথা নয়। যদিও গুণিজনেরা বলেন, নিরপেক্ষ বলে কিছু নেই! বর্তমান ক্রিকেটে সেরা পাঁচ ব্যাটসম্যানের তালিকা করলে বিরাট কোহলি এবং স্মিথকে শীর্ষ দুইয়ে রাখবেন অনেকেই। দেশটা ক্রিকেটপাগল ভারত বলেই কোহলির ওপর প্রত্যাশার চাপটা হয়তো বেশি। ওদিকে স্মিথ তাঁর অপ্রথাগত টেকনিক দিয়ে টেস্টে সব জায়গায় প্রমাণিত। এমন মাপের দুই ব্যাটসম্যানের মধ্যে তুলনা টেনেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক কেভিন পিটারসেন। স্মিথ নাকি কোহলির ধারে-কাছেও নেই। এমনকি টেন্ডুলকারকেও কোহলির পেছনে দেখেন পিটারসেন।জিম্বাবুয়ের সাবেক পেসার, ধারাভাষ্যকার পমি মবাঙ্গার সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে লাইভ সেশনে এমন কথা বলেন পিটারসেন। অনেকে ভাবতে পারেন, ইংল্যান্ডের জার্সি পরেছেন বলেই অস্ট্রেলিয়ার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবটা থেকে গেছে তাঁর। যদিও ইংল্যান্ডের সঙ্গে শেষটা মোটেও ভালো হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকান বংশোদ্ভুত এ ক্রিকেটারের।

সে যাই হোক, পিটারসেনকে বলা হয়েছি কোহলি ও স্মিথের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে। পিটারসেন বেছে নেন এভাবে, ''কোহলি, আর কোনো কথা হবে না।সে একটা ''ফ্রিকশো''। ভারতের হয়ে রান তাড়া করে তার জয়ের রেকর্ড এবং যে পরিমাণ চাপ সামলায়, স্মিথ তার ধারে-কাছেও নেই।''

মবাঙ্গা এরপর কিছুটা সামনে ঠেলে দেন পিটারসেনকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান ও সেঞ্চুরির মালিক টেন্ডুলকার ও কোহলির মধ্যে একজনকে বেছে নিতে বলেন। পিটারসেন এখানেও অনড়, ''আবারও বিরাট, কারণ তার রান তাড়া করার সংখ্যা। এটা ভীতিকর। রান তাড়ায় তার গড় ৮০। তার সব ওয়ানডে সেঞ্চুরি এসেছে রান তাড়া করে। ভারতকে সে ধারাবাহিক জয় এনে দেয়।''পিটারসেন আরেকটু ব্যাখ্যা করেন, ''এই বিষয়টা আমাকে খুব প্রভাবিত করে। ম্যাচসেরা হওয়া।কীভাবে খেলেছি, কেমন খেলেছি সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, কত গুলো ম্যাচসেরার পুরস্কার, ইংল্যান্ডকে কতগুলো ম্যাচে জিতিয়েছি, এসব। সে ভারতের হয়ে এ কাজটাই করছে। অবাস্তব সব সংখ্যা।'' সংক্ষিপ্ত সংস্করণে অনেকে এগিয়ে রাখেন কোহলিকে, টেস্টে স্মিথকে। টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এ অধিনায়ক। কোহলি দুইয়ে। ওয়ানডেতে ভারতীয় অধিনায়ক শীর্ষে, স্মিথ নেই শীর্ষ দশেও।

'ভুল করে' টেন্ডুলকারকে আউট দিয়েছিলেন তিনি

এক—দুই বছর নয়, টানা ২০ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আম্পায়ারিং করেছেন স্টিভ বাকনর। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক বছরের পর বছর ধরে সুনামের সঙ্গেই ম্যাচ পরিচালনা করেছেন।

তা করতে গিয়ে যে কিছু ভুল করেননি এমন নয়। বাকনর তা স্বীকারও করেন।

এই যেমন স্বীকার করলেন অন্তত দুবার ভারতীয় মহাতারকা শচীন টেন্ডুলকারকে আউট ঘোষণা করেছিলেন। ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা আম্পায়ার বাকনর বললেন তিনিও মানুষ, আর মানুষ মাত্রই ভুল করে।

বাকনর টেন্ডুলকারকে প্রথম ভুল করে আউট দিয়েছিলেন ২০০৩ সালে ব্রিসবেনে। জেসন গিলেস্পির এলবিডব্লুর আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন বাকনর। এরপর ২০০৫ সালে ইডেন গার্ডেনে। পাকিস্তানের আবদুল রাজ্জাকের বলে টেন্ডুলকারকে কট বিহাইন্ড দিয়েছিলেন বাকনর। দুটি ঘটনাই টেস্টের।

বাকনর কাল বার্বাডোজের ম্যাসন অ্যান্ড গেস্ট বেতার অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে কথা বলতে গিয়ে স্বীকার করেছেন ভুলগুলো, ''টেন্ডুলকারকে দুবার ভুল করে আউট দিয়েছিলাম। আমার মনে হয় না কোনো আম্পায়ার ভুল করতে চায়।

জাগরণ 19 October, 2020, Monday আগরতলা ১৯ অক্টোবর, ২০২০ ইং, ■ ২ কার্ত্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

তামিলনাড়ুর গ্রামে জরুরি অবতরণ অসামরিক হেলিকপ্টারের

চেন্নাই, ১৮ অক্টোবর (হি. স.): একটি বেসরকারী পর্যটন সংস্থার যাত্রীবাহী হেলিকপ্টার রবিবার সকালে জরুরি অবতরণ করল তামিলনাড়ুর কানডিলি গ্রামে। কম দৃশ্যমানতার কারণে হেলিকপ্টারটিকে কোন রকমের ঝুঁকি না নিয়ে এই গ্রামে অবতরণ করে পাইলট।

এদিন সকালে হেলিকপ্টারটি যাওয়ার কথা ছিল তিরুপতিতে। একই পরিবারের পাঁচ সদস্যকে ও দুইজন চালক ছিল হেলিকপ্টারের ভিতর। কিন্তু আকাশে অতিরিক্ত কুয়াশা এবং কম দৃশ্যমানতা তৈরি হওয়ায় কোন রকমের ঝুঁকি না নিয়ে তামিলনাড়ুর কানডিলি গ্রামের ফাঁকা জায়গা দেখে হেলিকপ্টারটি অবতরণ করে। হেলিকপ্টার নামতে দেখে ছুটে আসে গ্রামের মানুষ। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। প্রায় দুই ঘণ্টা হেলিকপ্টারটি সেই গ্রামে ছিল দৃশ্যমানতা আবার স্বাভাবিক হলে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে উড়ে যায় হেলিকপ্টারটি।

বিহারবিধানসভা নির্বাচন

রাজ্যের মানুষদের বিশেষ বার্তা দিলেন চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি. স.): পূর্ব ভারতের অতিগুরুত্বপূর্ণ রাজ্য বিহার। বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে এই রাজ্যে ক্ষমতা দখল করতে মরিয়া কংগ্রেস। আরজেডি সঙ্গে মহাজোট করে জেডিইউ-বিজেপি জোটকে হটাতে চাইছে কংগ্রেস। সেই লক্ষ্যে দলের তাবড় বর্ষীয়ান নেতাদের প্রচারে নামিয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন এই দলটি। এই তালিকায় নতুন সংযোজন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। তিনি বিহারবাসীর কাছে দাবি জানিয়েছেন যে ভয়ের উর্ধে উঠে আশা, বিভাজনের উর্দে একতা, মিথ্যার উর্ধে সত্যকে বেছে নিতে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাট দলের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী জো বিডন মার্কিনিদের ভয়ের উর্ধে আশা, বিভাজনের উর্ধে একতা, কল্পনার উর্ধে বিজ্ঞান, মিথ্যার উর্ধে সত্যকে বেছে নিতে বলেছেন। একইভাবে বিহার এবং অন্যান্য যেসব রাজ্যে বিধানসভা আসন উপনির্বাচন হচ্ছে সেখানকার বাসিন্দাদের এই পথে হাঁটার আহ্বান জানিয়েছেন চিদম্বরম। নিউজিল্যান্ডের নির্বাচনে জাসিন্ডা আর্ডার্নের বিপুল জয়কে গণতন্ত্রের প্রগতিশীল এবং মূল্যবোধের জয় হিসেবে অভিহিত করেছেন চিদম্বরম।

২০ অক্টোবর অসমে দেশের প্রথম মাল্টি মডেল লগিস্টিক পার্কের শিলান্যাস করবেন গডকড়ি

গুয়াহাটি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : রাজ্যের পাশাপাশি বঙাইগাঁও জেলার যোগীঘোপাবাসীর জন্য সুখবর। যোগীঘোপায় স্থাপন করা হবে দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক বহুমুখি বাণিজ্য সরবরাহ কেন্দ্র (মাল্টি মডেল লগিস্টিক পার্ক)। যোগীঘোপার অশোক কাগজ কলের ভূমিতে নির্মাণ করা হবে এই বহুমুখি কেন্দ্রটি।

আগামী ২০ অক্টোবর ভিডিও কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে মাল্টি মডেল লগিস্টিক পার্কের শিলান্যাস করবেন কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণ, জাতীয় সড়ক এবং ক্ষুদ্র, লঘু ও মধ্যম শিল্প মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি। প্রস্তাবিত ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল সহ রাজ্য এবং

ছয়ের পাতায় দেখুন

শারদ সুন্দরী-২০২৯ এর আয়োজনে শ্যাম সুন্দর কোং এন্ড জুয়েলার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও শারদ সুন্দরী-২০২০ আয়োজন করবে শ্যাম সুন্দর কোং এন্ড জুয়েলার্স। রবিবার প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এর সূচনা করলেন। গতবছরের শারদ সুন্দরী ভূষিতা মণীষা সেন। এদিন সংস্থার ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, রাজ্যে তারা শুধু বাণিজ্যিক চিন্তাভাবনা নিয়েই এগিয়ে চলছেন না। সেই সাথে রাজ্যের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়েই তারা এগিয়ে চলছেন। এরই অঙ্গ হিসাবে শারদ সুন্দরী-২০২০ সম্মাননা প্রদান। তবে এবছর করোনার অতিমারীর কারণে সম্পূর্ণ কর্মসূচিটিই নেওয়া হবে অনলাইনের মাধ্যমে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অপর অধিকর্তা রূপক সাহা।

শিক্ষার বিকাশকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। রাজ্যের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের উন্নয়নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যেসব জনকল্যাণমুখী প্রকল্প রয়েছে তা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি রাজ্যের উন্নয়নের জন্য গৃহীত কর্মসূচিগুলি শিক্ষকদের মাধ্যমে সমাজে বেশি করে পৌঁছে দেওয়ার জন্যও আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর আয়োজিত ৫৯তম শিক্ষক দিবসের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই আহ্বান জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির আকস্মিক প্রয়াণে রাষ্ট্রীয় শোক থাকায় ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়নি। আজ কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সমস্ত রকম স্বাস্থ্যবিধি মেনেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর শিক্ষার বিকাশকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। এজন্য শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। এর সুফল হিসেবে দেখা গেছে প্রতি বছর মাধ্যমিক ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় পাশের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষকরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তিনি বলেন, শিক্ষকরা হলেন ভবিষ্যৎ তৈরি করার কারিগর। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষকদের আরও দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বনির্ভর মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যালয়গুলিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। বুনিয়াদি স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে যথাযথভাবে কার্যকর করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের গরিব অংশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা নামে নতুন একটি প্রকল্প চালু করেছে। এর মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান, বিমার প্রিমিয়াম প্রদান করা, জিএসটি রেজিস্ট্রেশন করানো এবং ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের আরও একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো রাজ্যের বর্গাদার চাষিদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। এর আগে রাজ্যে বর্গাদার চাষিদের ঋণ পাওয়ার সুযোগ ছিলো না।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, শিক্ষা সহ বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্য ক্রমশ এগিয়ে চলছে। গুণগত শিক্ষা প্রদানের প্রতিযোগিতায় রাজ্য যাতে দেশের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে সেই লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে। সভাপতির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গুণগত শিক্ষা প্রদানের উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। সেই লক্ষ্যে রাজ্যে এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে। শিক্ষাবর্ষ এপ্রিল-মার্চ করা হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশপত্র তৈরি করে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অক'তকার্য পরীক্ষার্থীদের একটি শিক্ষাবর্ষ যাতে নষ্ট না হয় সেই লক্ষ্যে 'বছর বাঁচাও' পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ৩১টি বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়কে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে, বিদ্যালয়ে স্পোকেন ইংলিশ কোর্স চালু করা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মেধা অন্বেষণ পুরস্কার চালু করা হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী বি এড অনুপ্রেরণা যোজনা চালু করা হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে এছাড়াও অনেকগুলি সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই কাজগুলি সফলভাবে রূপায়ণে শিক্ষক শিক্ষিকাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা। রাজ্যভিত্তিক শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠান উপলক্ষে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্মান-২০২০ প্রদান করা হয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যদুলাল রায় এবং ড. শংকর রায়কে। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য সম্মান-২০২০ প্রদান করা হয় বিশিষ্ট লেখক অগিকুমার আচার্য (মরণোত্তর) এবং হেমন্তবাসী ত্রিপুরাকে (মরণোত্তর)। মহারাণী তুলসীবতী সম্মান-২০২০ প্রদান করা হয় বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ঝর্ণা দেববর্মন এবং অনুরূপা মুখার্জিকে (মরণোত্তর) এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্মান-২০২০ প্রদান করা হয় রসিক র'ন গোস্বামী এবং দীপক দেবকে (মরণোত্তর)। অনুষ্ঠানে তাছাড়াও শিক্ষকতায় বিশেষ অবদানের স্বীক'তি হিসেবে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ৩৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সংবর্ধনা 'পন করা হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী ৯টি বিদ্যালয় এবং ২টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও পুরস্ক'ত করা হয়। পুরস্কারগুলি তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিগণ।

পুষ্টি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা মিলছেনা বক্সনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৮ অক্টোবর।। মা ও শিশু সু-সংহত উন্নয়ন নিবিড় প্রকল্পের আওতাধীন রাজ্যের সিংহভাগ অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র গুলোতে শিশু খাদ্যের মুশরী ডাল নেই। যা ৭ মাস অতিক্রান্ত হতে চলেছে। তার মধ্যে বক্সনগর আইসিডিএস প্রজেক্টের অধীনে ১৫৯টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে পুষ্টি পরিপূরক খাবার হিসাবে শুধু চাল দিচ্ছে। আবার কিছু কিছু অঙ্গণওয়াড়ী কেন্দ্রে চাল ও নেই যা আছে সেগুলি পূজার আগে শেষ হতে চলেছে। রাজ্যের আইসিডিএস প্রকল্পের ৪৬ বৎসরের ইতিহাসে এমন ঘটনার কোন সাক্ষী নেই। কেন্দ্রীয় সরকার ৯০ শতাংশ টাকা দিচ্ছে, তার বাকী ১০ শতাংশ রাজ্য অর্থ বহন করতে সক্ষম। বর্তমান সরকারের ব্যর্থতার দরুণ প্রায় ৩ লাখ প্রসূতি ও প্রসূতি মার পরিপূরক পুষ্টি যুক্ত খাবার থেকে বঞ্চিত। দপ্তর সূত্রে খবর অক্টোবর ওপরবর্তী মাস গুলোর জন্য অঙ্গনওয়াড়ীর চাল ও ডালের কোন এলটমেন্ট অর্ডার ইস্যু করতে ব্যর্থ। ব্যর্থ হয়েছে শিশু ও মায়ের পুষ্টি প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ করতেও। এর ফলে রাজ্যে শিশু খাদ্য ও মায়ের পুষ্টি খাবার সরবরাহ বন্ধ। সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

কল্যাণপুরে গবাদি পশু চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। শনিবার রাতে কল্যাণপুরের নিখিল পালের বাড়ি থেকে পাঁচটি গরু চুরি হয়ে গেছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে পরিবারের লোকজন অন্যান্য দিনের মতোই গোয়াল ঘরে গরু রেখে রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়ে।সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে লক্ষ্য করেন গোয়াল ঘরের দরজা ভেঙ্গে চুরে রা পাঁচটি গরু নিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি কল্যাণপুর থানার পুলিশকে জানানো হয়।পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে চুরি যাওয়া গরু উদ্ধার করার কোনো সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কল্যাণপুর সহ পার্শবর্তী এলাকা গরুতে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।গরু চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় কল্যাণপুর সহ পার্শবর্তী এলাকার গৃহস্থদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। রাত জেগে

ছয়ের পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়া-অমরপুর রাস্তায় ধস

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৮ অক্টোবর।। গন্ডাছড়া-অমরপুর রাস্তায় ধস, যাত্রী দর্ভোগ চরমে। রবিবার ভোর সকালের ভাড়ী বর্ষনে গন্ডাছড়া অমরপুর রাস্তার বাবুসাই টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন মাটির ধ্বস পড়ে। ঘটনার পরপরই গন্ডাছড়া এবং অমরপুর পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের জানানো হয়। কিন্তু দেখা গেছে দীর্ঘ ছয় ঘন্টার পর দুপুর বারটা নাগাদ ড্রজার দিয়ে রাস্তা সাড়াই করার কাজে হাত দেওয়া হয় এবং দুপুর একটার পর রাস্তা স্বাভাবিক হয়। এই দিন পূর্ত দপ্তরের দায়িত্ব গনহীনতার জন্য যাত্রী সাধারনদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। এই দিকে রাস্তায় ধ্বস পড়ার কারনে রাস্তার দুই দিকে অসংখ্য যানবাহন আটকিয়ে পড়ে যাত্রী দুর্ভোগ চরম আকার ধারন করে।

মহিলাদের প্রতি বেড়ে চলা অপরাধ নিয়ে উদ্বিগ্ন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি. স.): মহিলাদের প্রতি দেশজুড়ে বেড়ে চলা অপরাধ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। এই নিয়ে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন তিনি। রবিবাসরীয় সকালে নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, শুরু হয়েছিল বেটি বাঁচাও-কে দিয়ে এখন চলছে অপরাধীদের বাঁচাও প্রক্রিয়া। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে হাউ ইজ গোয়িং নামে অভিযান চালাচ্ছে কংগ্রেস। সেই সূত্র ধরে এদিন এই অভিযানে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন রাহুল গান্ধী নিজের টুইটার থেকে একটি খবরের অংশ প্রকাশ করেন রাহুল।সেখানে তিনি জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের লাখিম্পুর খেরিতে এক বিধায়ক নিজের দলবলকে নিয়ে থানায় ঢুকে শ্লীলতাহানির দায়ে অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

টানা জল সংকটের মুখে প্রত্যন্ত জনজাতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ অক্টোবর।। ১৮ মুড়া পাহাড়ের প্রত্যন্ত এলাকার জনজাতি পল্লী গুলিতে রাস্তাঘাট থাকলেও যাতায়াত করার ক্ষেত্রে অনেকটা অনুপযুক্ত যেমন ঠিক তেমনি পানীয় জলের সমস্যা জন জাতিদের ভাবিয়ে তুলেছে। শুখা মরশুমের শুরুতেই পানীয় জলের তীব্র সংকট আকার ধারণ করেছে জনজাতিদের পল্লী গুলিতে। বিগত দিনে এডিসি প্রশাসনে থাকা সিপিআইএম দল জনজাতীদের জন্য রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের সুব্যবস্থা করেি দিতে পারেনি। ২৫ বছরের বাম আমল শেষ হয়ে রাম আমলের তিনটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পথে। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের ১৮ মুড়া এডিসি ভিলেজের অধীন ত্রিপ্যাদ্দর বাস্তি, স্বপ্নাবাড়ি এবং চৌরতল পাড়া।

ওইসব এঢ়াকাগুলিতে মরশুমের শুরুতেই জলের তীব্র সংকট। বিগত দিনে ঝর্ণার জল সংর৭ণ করার জন্য সিনটেক্স দেওয়া হলেও সেটা সাক্ষী গোপালের মতো। জনজাতি অঞ্চলের মানুষজনরা সকাল থেকে সন্ধ্যা সব সময় জলের জন্য চিন্তা করতে হয়। অন্যদিকে ত্রিপুরা বস্তির জন জাতিরা যাতায়াত করার জন্য রাস্তাঘাট থাকলেও অনেকটা পরিত্যক্ত রাস্তার মতো। বিগত দিনে এডিসি প্রশাসনে থাকা সিপিআইএম দলের নেতা মন্ত্রীরা জনজাতিদের উন্নয়নে অনেকটা উদাসীনের ভূমিকা পালন করে গেছে বলে অভিযোগ জনজাতিদের। ওই জনজাতি ভূমিপুত্ররা এবার রাজ্যের বিজেপি জোট সরকারের নিকট দাবী জানায় পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার জ্য এবং এলাকার পরিত্যক্ত রাস্তাগুলি দ্রুত সংস্কার করে দেওয়ার জন্য।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ এসইউসিআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাজার গুলির নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সরকার কঠোর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একাংশের অতি মুনাফা লোভী ব্যবসায়ী দ্রব্যমূল্যের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি ঘটে চলেছে।কৃত্রিম সংকট তৈরি করেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে বলে এসইউসিআই নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন। প্রশাসন বাজারের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলে এ ধরনের মূল্যবৃদ্ধির ঘটনা কোনভাবে ঘটত না বলে তারা মনে করেন।দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনতে সরকার এবং প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এসইউসিআই রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে।দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সাধারণ মানুষদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্যও তারা আহ্বান জানিয়েছেন।আলু পিয়াজ সহ বিভিন্ন সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে উল্লেখ করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন যেভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে গরিব মানুষের পক্ষে এসব সামগ্রী কিনে নেওয়া সম্ভব নয়।একদিকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করেছে।এই সংকটজনক পরিস্থিতির ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে পরিবেশের মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছেন।এ ধরনের পরিস্থিতি চলতে থাকে গরিব অংশের মানুষের পরিবারে অনাহার-অর্ধাহারে নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়াবে বলেও তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।এ বিষয়ে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

দ্য হিউম্যান সোশ্যাল সংস্থার উদ্যোগে পথশিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। দ্য হিউম্যান সোশ্যাল সংস্থা নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে রবিবার রাজধানী আগরতলা শহরের আইজিএম চৌমুহনী এলাকায় দুস্থ ও পথশিশুদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য দুধ ফল মিষ্টি বিতরণ করা হয়।এবছরের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা মিলে এই সামাজিক সংস্থাটির আত্মপ্রকাশ ঘটে এই সামাজিক কাজ করবে সামিল হয়েছেন। আয়োজকরা জানান সামনেই বাঙ্গালীদের প্রধান উৎসব শারদ উৎসব। করুণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে গরিব অংশের পরিবারের শিশু এবং পথশিশুরা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ভুগছে। এ কথা মাথায় রেখে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা তাকে সামাজিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে পথশিশু এবং গরিব পরিবারের শিশুদের মধ্যে ফল মিষ্টি সহ অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ধরনের উদ্যোগ আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে স্কুল পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীদের এই সামাজিক মানসিকতায় সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন পথচলতি মানুষসহ সুশীল সমাজের লোকজনরা। সমাজের অন্যান্যদের কেউ এ ধরনের কাজকর্মে এগিয়ে আসার জন্য সংস্থার কর্মকর্তারা আহ্বান জানিয়েছে।

রামঠাকুর সেবা মন্দিরের উদ্যোগে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর সেবা মন্দির এর উদ্যোগে রবিবার রামনগরে শারদ উৎসব উপলক্ষে দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ৪৫০ জন দুস্থ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় শারদ উৎসব কে সামনে রেখেই এই বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর সেবা মন্দির। রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তারা প্রতি বছরই এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচিতে সামিল হন বলে জানিয়েছেন। বস্ত্রদান উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত, ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার, এলাকার কাউন্সিলর ডালিয়া সিনহা সহ বিশিষ্টজনেরা।শারদ উৎসবের প্রাক্কালে বস্ত্রদান অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গরিবদের মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন আগে থেকেই প্রাপকদের তালিকা তৈরি করে রাখা হয়েছে। সে অনুযায়ী দুস্থ পরিবারের

ছয়ের পাতায় দেখুন

মার্চে করোনার টিকা এসে যাবে ভারতে, আশা সেরাম-এর

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের টিকা নিয়ে আশার কথা শোনাল সেরাম। সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার (এসআইআই) এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর সুরেশ যাদব জানিয়েছেন, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই করোনাভাইরাস টিকার ছয়-সাত কোটি ডোজ তৈরি হয়ে যাবে। আর আগামী বছর মার্চের মধ্যে করোনার টিকা পেতে পারে ভারত।

আইসিসিআইডিডির সঙ্গে যৌথভাবে হিল ফাউন্ডেশনের টিকা সংক্রান্ত ই-সামিটে সেরামের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর জানান, ডিসেম্বরের মধ্যে ছয়-সাত কোটি ডোজ তৈরি হয়ে গেলেও অনুমোদনের পর তা বাজারে আসতে আসতে মার্চ হয়ে যাবে। তাঁর কথায়, 'নিয়ন্ত্রক (সংস্থার) অনুমোদনের উপর নির্ভর করে আগামী বছর মার্চের মধ্যে কোভিড টিকা পেতে পারে ভারত। কারণ একাধিক উৎপাদক কাজ করছে।'

তিনি জানান, সবকিছু ঠিকঠাক চললে প্রতি বছর ৭০-৮০ কোটি করোনা টিকা তৈরি করতে পারবে সেরাম। তবে শুধু সেরাম নয়, সার্বিকভাবে ভারতে করোনা টিকার ছবিটা অত্যন্ত উজ্জ্বল বলেও জানান সেরামের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর। তিনি বলেন, 'করোনা টিকা তৈরির ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ভারত। কারণ দুটি সংস্থা ইতিমধ্যে তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল চালাচ্ছে এবং একটি সংস্থার টিকার দ্বিতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল চলছে। একইসঙ্গে টিকা তৈরির ক্ষেত্রে যোগ দিচ্ছে আরও অনেক সংস্থা।'

কাদের প্রথমে করোনার টিকা প্রদান করা উচিত, সে বিষয়েও মুখ খোলেন সেরামের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর। তাঁর মতে, সবার আগে স্বাস্থ্যকর্মীদের টিকা প্রদান করতে হবে। তারপর কো-মর্বিডিটি থাকা ষাটোর্ধ ব্যক্তি ও মহিলাকে টিকা দেওয়া উচিত। তারপর আসবেন বাকিরা।

আর মাত্র হাতে গোনা কয়েক দিন বাকি। তাই মা পৌছে গেছে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে। ছবি-নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।